ভয়াবহ দাবানল লস অ্যাঞ্জেলেসে, পুড়ে গেল ২৯০০ একর এলাকা

সারে-জমিন

কাউন্সিলর খুনের তদন্তে প্রকৃত দোষীরা সাজা পাক: ফিরহাদ

রূপসী বাংলা

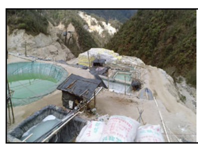

মায়ানমারে চিনের বিরল খনিজ লুণ্ঠনের রাজনীতিটা কী

সম্পাদকীয়

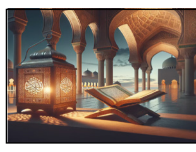

মিথ্যা সত্য ও সুন্দরকে কলুষিত করে

দাওয়াত

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৯ জানুয়ারি, ২০২৫
২৪ পৌষ ১৪৩১
৭ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

১২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাট কোহলি

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 9 ■ Daily APONZONE ■ 9 January 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

আরজি কর কাণ্ডে সঞ্জয় রায়ের বেকসুর খালাস চাইলেন আইনজীবী

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর হাসপাতালের পড়ুয়া চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের বেকসুর খালাস আদালতে চাইলেন তার আইনজীবী। শিয়ালদহ আদালতে বর্তমানে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলছে। বুধবার অভিযুক্তের পক্ষে আইনজীবী তার মক্কেলের মুক্তি দাবি করেন আদালতের কাছে। আরজি কর কান্ডে ধৃত সিভিক সঞ্জয় রায়কে একমাত্র অভিযুক্তি হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছে সিবিআই। ধৃত আইনজীবীর বক্তব্য এই যুক্তির পক্ষে সিবিআই যে প্রমাণ দিচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। নির্যাতিতার শরীরে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নেই। আদৌ এই ঘটনার সঙ্গে ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার যুক্ত নয় বলে দাবি করেন তারা আইনজীবী। গোটা ঘটনাটি সাজানো এবং ধৃতকে ফাঁসানো হয়েছে বলে আদালতে মত প্রকাশ করেন সঞ্জয় রায়ের আইনজীবী। ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার এর আইনজীবী সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সাজানো ঘটনা । অভিযুক্ত কিছুই করেননি ওকে ফাঁসানো হয়েছে আমরাও বেকসুর খালাসের দাবি জানাচ্ছি। আইনজীবীর যুক্তি হল নির্যাতিতা শরীরে কোন চিহ্ন নেই।শরীরে ধস্তাধস্তি চিহ্ন থাকা

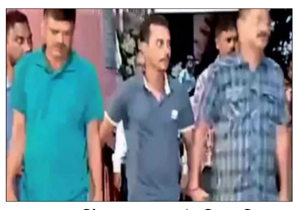

বা জামা ছিঁড়ে যাওয়া উচিত ছিল। তেমন তো কিছুই হয়নি। এমনকি অভিযুক্তের আঙ্গুলের ছাপ ও মেলেনি। হতে পারে পুরোটাই সাজানো হয়েছে। যদিও আরজি কর কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্তর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি রাজ্যজুড়ে। জানা গেছে অভিযুক্তরা আইনজীবীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সিবিআই আইনজীবী তাদের বক্তব্য পেশ করবে। উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট আরজি কর হাসপাতালের চার তলার সেমিনার হল থেকে ডাক্তারি পড়ুয়া মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তাকে খুন ও ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরের দিন কলকাতা পুলিশ সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করেছিল। হাসপাতালে সিসিটিভি ফুটেজে তাকে দেখা গেছিল। এরপর ঘটনাস্থল থেকে ওই সিভিকের ভাঙ্গা হেডফোন পাওয়া গেছিল। পরে এই ঘটনার তদন্তভার নেয় সিবিআই। কেন্দ্রীয় সংস্থা তাদের চার্জশিটে জানায় সিভিক ভলেন্টিয়ার একমাত্র অভিযুক্ত।

সর্বস্তরে বাংলার নেতৃত্ব, সেই মর্যাদা খাটো করার চেষ্টা সফল হবে না: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি ও খেলাধুলা– দেশের সব ক্ষেত্রেই বাংলা নেতৃত্ব দিচ্ছে। সেই মর্যাদা খাটো করার চেষ্টা সফল হবে না ‘স্টুডেন্টস উইক’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ জানেন কীভাবে এই বিশিষ্ট অবস্থান এবং ঐতিহ্যকে দুর্বল করার জন্য যে কোনও হুমকির মোকাবিলা করতে হয়। এ বছর ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলার সন্তোষ ট্রফি স্কোয়াডের সব সদস্যকে বিশেষ কোটায় জুনিয়র অফিসিয়াল পদে রাজ্য পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম করে বলেন, নারী শিক্ষার সূচনা এবং ‘সতী’ প্রথা ও বিধবাদের শোষণের মতো সামাজিক কুফল দূর করার ক্ষেত্রে বাংলা পথ দেখিয়েছে। নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কীভাবে তাদের কবিতা ও গানের মাধ্যমে “মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে, বিভক্ত না করতে” মাতৃভূমির প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, সম্প্রীতি এবং ভালবাসার বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা তুলে ধরেন মমতা। মমতা বলেন, এখন যদি কেউ সেই চেতনাকে, রাজ্যের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করার হুমকি দেয়,

তবে তার মোকাবিলা করুন, তার বিরুদ্ধে লড়াই করুন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বাংলার ছেলে-মেয়েরা বিশ্বের ও দেশের প্রতিটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় কাজ করছে, যা শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের বিশিষ্ট অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।

তিনি বলেন, অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এবং (ইতিহাসবিদ) সুগত বসু উভয়ই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত। অনেক বাঙালি শিক্ষাবিদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন, যা দেশকে তাদের নিজের রাজ্যে পরিণত করেছে, তাদের সাফল্য এবং অবদানে দেশকে গর্বিত করেছে।

পড়ুয়ার উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের রাজ্যের ‘উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে’ পড়াশোনা করে নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতে তিনি রাজ্যের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার সুবিধা দিয়েছিলেন। তাদের কোর্সের মাঝপথে ফিরে আসতে হওয়ায় রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা (পড়ুয়ারা) যদি এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন, তাহলে আপনাদের এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এখন শিল্পের গন্তব্যস্থল। এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে স্নাতক হওয়া শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১১ সাল থেকে ৫০০ আইটিআই ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে এবং তাঁর সরকারের ‘উৎকর্ষ বাংলা’ উদ্যোগের অধীনে ৪৭ লক্ষ শিক্ষার্থী নিজেদের দক্ষ করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ‘উৎকর্ষ বাংলা’র আওতায় ১০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।

নেট ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগ করতে নতুন খসড়া প্রস্তাব ইউজিসির

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষক ও একাডেমিক স্টাফ নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার নতুন রূপরেখার খসড়া প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এই উদ্যোগের লক্ষ্য উচ্চশিক্ষার মান বাড়ানো, এবং স্টেকহোল্ডারদের ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এর মধ্যে খসড়া প্রবিধানের উপর প্রতিক্রিয়া জানাতে উৎসাহিত করা হয়। এখানে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে অন্যতম হল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পদোন্নতির প্রয়োজনীয়তা হিসাবে জাতীয় যোগ্যতা পরীক্ষা (নেট) বাদ দেওয়ার সুপারিশ। নেটের প্রয়োজন নেই। নতুন নির্দেশিকা অনুসারে, এমই বা এমটেক-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ নম্বর অর্জন করে এন্ট্রি-লেভেল সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবেন। ইউজিসি-নেট পাস করা বাধ্যতামূলক নয়। কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেলেই সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন।

সম্ভল মসজিদ: নিম্ন আদালতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের মুঘল আমলের শাহী জামা মসজিদের সমীক্ষার দাবিতে দায়ের করা সিভিল কোর্টে শুনানির শুনানিতে বুধবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট পরবর্তী কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। বিচারপতি রোহিত রঞ্জন আগরওয়াল মসজিদ পরিচালন কমিটির দায়ের করা একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভল জেলা আদালতে দায়ের করা মামলার রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশের পরে এই আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল।

আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ বিকেলে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিচারক একজন কোর্ট কমিশনার নিয়োগ করেছিলেন এবং তাকে মসজিদের জায়গায় প্রাথমিক সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই দিনে এবং ২৪ নভেম্বর আবারও এই সমীক্ষা চালানো হয়। গত ২৪ নভেম্বর সকালে জামা মসজিদে আদালতের নির্দেশে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। সমাজবাদী পার্টি সহ বিরোধী দলগুলি বিক্ষোভকারীদের উপর উত্তরপ্রদেশ পুলিশের গুলি চালানোর পিছনে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে।

মসজিদ কমিটির আবেদনে বলা হয়েছে, আদালত ২৯ নভেম্বরের মধ্যে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। দুই পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর হাইকোর্ট চার সপ্তাহের মধ্যে বিবাদীদের জবাব দাখিল করার নির্দেশ দেয় এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি বিষয়টি স্থগিত করে।

সম্ভল জেলা আদালতে হরিশঙ্কর জৈন এবং আরও সাতজন মামলা দায়ের করে দাবি করেছিলেন যে মন্দিরটি ভেঙে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

সম্ভলের স্থানীয় আদালত এই মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ ৫ মার্চ নির্ধারণ করার কয়েক ঘন্টা পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই আদেশ আসে।

প্রথম নজর

চেক জালিয়াতি কাণ্ডে টাকা ফেরত পেল পুরসভা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: চেক জালিয়াতি কান্ডে খোয়া যাওয়া টাকা ফেরত পেল পুরসভা। পুরো বিষয়টি এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান পৌরসভার চেয়ারম্যান। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার ঘটনা। জানা গিয়েছে, চেক জালিয়াতি কাণ্ডে দিন কয়েক আগে বালুঘাট পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৮ টাকা খোয়া যায়। যদিও যে চেক গলি থেকে খরচ (ডেবিট) দেখানো হয়েছিল, সেই চেকগুলি পুরসভা তে অক্ষত রয়েছে বলেই পুরসভার তরফে দাবি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এ বিষয়টি নিয়ে বালুঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় পুরসভার তরফে। এরপরই খোয়া যাওয়া টাকা পুনরায় বালুঘাট পুরসভার একাউন্টে ফেরত পাওয়া নিয়ে বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'গতকালই টাকা পুরসভার একাউন্টে ঢুকেছে। বালুরঘাট পুরসভার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শাখায় অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সেই শাখায় পৌরসভা তিনটি চেক দেখিয়ে টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল। অবশেষে সেই টাকা ফেরত এসেছে। পুরো বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখছে।'

বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে জখম যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠেছিলেন।সেখানে আচমকা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে নীচে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক।বুধবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের তালদি এলাকায়।বর্তমানে ওই যুবক আশাঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে সিরাজুল মোল্লা নামে ওই যুবক বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠেছিলেন।সেই সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়।খুঁটি থেকে মাটিতে পড়ে। গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন।

ছাত্র নেতাদের মারধর করার প্রতিবাদে স্কুলের সামনে ফের বিক্ষোভ

রঙ্গীলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: ছাত্রদের কাছে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করলেন শিক্ষকরা ? বুধবার স্কুলে ঢোকার মুখে মুর্শিদাবাদ জেলার এসএফআই কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। উল্লেখ্য, স্কুলে ভর্তির ফি সরকার নির্ধারিত ২৪০ টাকার বদলে নেওয়া হচ্ছে সাড়ে ১২০০ টাকা। অথচ মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অমর কুমার শীল সোমবার জেলা স্কুলগুলিতে সরকারের বেঁধে দেওয়া ফি'র অতিরিক্ত ফি না নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে কথায় অবশ্য গুরুত্ব দেয়নি কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই অভিযোগ উঠেছিল আইসিআই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও। গোটা বিষয়টি জানতে মঙ্গলবার এসএফআইয়ের ৫ জন সদস্য বহরমপুরের গোরাবাজার আইসি ইনস্টিটিউশনে গেলে তাঁদের মারধর করা হয় এবং দুজন নেত্রীর পোশাক ছিঁড়ে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছে ওই স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে।
ওই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার ফের গোরাবাজার আইসি ইনস্টিটিউশনের গেট আটকে বিক্ষোভ-আন্দোলন করেছে এসএফআইয়ের সদস্যরা। এ দিন প্রধান শিক্ষক-সহ মঙ্গলবারের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক ও করণিককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সব মিলিয়ে এ দিন স্কুল শুরুতেই ওই ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনে পরিস্থিতি উত্তেজিত হলেও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ দিকে মঙ্গলবারের ঘটনায় এসএফআই-এর জেলা কমিটির যে ছাত্রী গুরুতর আহত হয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এ দিন সেই ছাত্রী-নেত্রী পল্লবী সরকার অসুস্থতা নিয়েই বিক্ষোভ-আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'বাড়তি ফি নিয়ে দুঃস্থ ছাত্রদের ওপরে বোঝা চাপাচ্ছে স্কুলগুলি। আমরা তার প্রতিবাদ করছি। কিন্তু সেই শান্ত প্রতিবাদকে উত্তেজিত করে গতকাল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করছেন আইসিআই স্কুলের শিক্ষকরা। আজ বুধবার তার প্রতিবাদে স্কুলের সামনে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছি।' এদিন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আশিস মন্ডল বলেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তার দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের শিক্ষকদেরকেও ঝান্ডা দিয়ে মারা হয়েছে। ছাত্রদের ও এই আচরণ কাম্য নয়।'

বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে হাওড়ায় পথ অবরোধ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এবার রাস্তা মেরামতির দাবিতে হাওড়ার সাঁকরাইলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা ভাঙাচোরা। ভাঙা রাস্তায় রোজই ঘটছে দুর্ঘটনা। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এদিন প্রায় ঘন্টাখানেক পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ হয়। অভিযোগ, হাওড়ার সাঁকরাইল স্টেশন থেকে মানিকপুর পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা গত তিন বছর ধরে ভাঙাচোরা জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। সাঁকরাইলের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করেন। স্থানীয় বিডিও থেকে বিধায়ককে জানিয়েও কোনরকম ফল মেলেনি বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে সিপিএম দক্ষিণ এরিয়া কমিটির তরফ থেকে বুধবার সকালে অফিস টাইমে সাঁকরাইলের কপাটি পোলের কাছে রাস্তা অবরোধ করা হয়। সাঁকরাইল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের রাস্তা থেকে বলপূর্বক সরিয়ে দেন। ১৫ দিনের মধ্যে রাস্তা সারাই না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দেন সিপিএম নেতৃত্ব।

কাউন্সিলর খুনের তদন্তে প্রকৃত দোষীরা সাজা পাক: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আমাদের কাছে স্পষ্ট তদন্তে আমরা কেউ নাক গলাই না। তদন্ত তদন্তের মত হোক। প্রকৃত দোষী সাজা পাক। কোর্ট ঠিক করুক কে দোষী। বুধবার বাবলা সরকারের খুনের ঘটনায় দলের নেতা গ্রেফতার হওয়ার পর এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মালদায় বাবলা সরকার খুন হওয়ার পর তার বাড়িতে গিয়েছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। দোষীদের শাস্তি হবে এই দাবি জানিয়ে এসেছিলেন তিনি।
বুধবার তিনি বলেন, কোর্ট বিচার করুক। আমার ক্ষমতা নেই মন্ত্রী হয়ে কিছু বলব। ক্রিমিনালরা সাজা পাক। খুনের সঙ্গে কোনো রাজনীতির সম্পর্ক নেই। খুন যদি কেউ করে থাকে তাহলে অন্যায় করেছে। কোর্টের সামনে প্রমাণ সহ যাক। কোর্ট যাকে সাজা দেবে সে অপরাধী। বড় মাথা, ছোট মাথা নিয়ে কিছু যায় আসে না। এভিডেন্স নিয়ে কোর্টের সামনে যাক। কারণ বিচারের চোখে পট্টি থাকে।মেয়র কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে বলেন, বাংলায় কাজের ফ্যাসিলিটি অনেক বেশি। সারা ভারত বর্ষে আমাদের মিস্ত্রিদের ডিমান্ড আছে। বিভিন্ন রাজ্যের লোক এখানে পেটের তাগিদে আসছে। ব্যারাকপুর অসামাজিক কাজ যারা করছেন,এই সব করছে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনে একটা পার্টি করছে। ২০১৯ সালের ব্যারাকপুরে খুনাখুনি হয়েছিল। একজন অপরাধী তখনই যখন বিচারক তাকে অপরাধী বলবে। আমাদের সরকার নিরপেক্ষ সরকার। তাই যারা অপরাধ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলাদেশী মানতে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিএসএফ বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীদের কাছে বাধা পাচ্ছে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে এই প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,সীমাবর্তী এলাকাতে উস্কানিমূলক স্লোগান দিচ্ছে। বিএসএফ লোক ঢুকিয়ে দেবে এখানে। খাগড়াগড় হবে । জঙ্গি ঢুকে যাবে। আমরা এখানে বিভেদের রাজনীতি করব। দেশের নিরপত্তার সবচেয়ে আগে। এখন সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য ভেদাভেদ তৈরি করছে। এটা কে তৈরি করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার জন্য বিএসএফ ছেড়ে দেবে। বিএসএফকে সময় জমি দেওয়া হয়েছে। এইসব বেকারের কথা বার্তা। দেশ তো আমার। আমরা কেন কাঁটা তার লাগাতে জমি দেব না। বাংলাদেশে যা হচ্ছে সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মেনে নিতে পারে না। কারোর বেআইনি বোটেলিং প্লান্টের জন্য জল চুরি করবে সেটা করতে দেওয়া যায় না। আমি পুলিশ চেয়েছি। বস্তির মানুষজন যাতে জল পায় সেটা দেখার দায়িত্ব আমার। ব্যবস্থা নেব। রেলের জমি উদ্ধার করতে পারছে না এটা বেকারের কথা বার্তা। রেল প্রচুর জায়গায় জমি উচ্ছেদ করেছে। আমরা বলেছি গরীব মানুষ এতদিন ধরে ছিল তাদেরকে পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ কেন করছে রেল। প্রশ্ন ফিরহাদের।

সোনার গহনা, টাকা ফিরিয়ে সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন টোটো চালক কুরবানের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বহরমপুর থেকে বাস থেকে নেমে বাড়ি ফিরার পথে টোটোতে সোনার গহনা এবং টাকার ব্যাগ ফেলে ভুল করে বাড়ি চলে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের সুতি থানার এক মহিলা। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মহিলাকে চার ভরি সোনা, পাঁচ হাজার টাকা এবং ব্যাগ ফিরিয়ে নজির গড়লেন জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সুতি থানার কেদুয়া বিট হাউসের পুলিশ। টোটো চালক কুরবান সেখের সততা এবং মুর্শিদাবাদের সুতি থানা পুলিশের তৎপরতায় খোয়া যাওয়া সোনার গয়না, নগদ টাকা ফিরে পেয়ে খুশি সুতি থানা এলাকার শ্রীধরী গ্রামের বাসিন্দা শ্রেয়া প্রামাণিক।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বহরমপুরে সোনার গয়না কিনতে গিয়েছিলেন সুতি থানা এলাকার শ্রীধরী গ্রামের বাসিন্দা শ্রেয়া প্রামাণিক। সোমবার দুপুর নাগাদ তিনি পরিবারের সঙ্গে বাসে করে সুতিতে ফিরে আসেন তিনি। বাস থেকে নেমে টোটো ভাড়া করে বাড়িও ফেরেন। কিন্তু বাড়ি ফিরেই কার্যত মাথায় যেন বাজ পড়ে যায়। চার ভরি সোনা, রুপোর গয়না এবং নগদ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা সহ ব্যাগটি টোটোতেই রেখে দিন শ্রেয়া প্রামাণিক। যদিও যাত্রী নামিয়েই টোটো নিয়ে বাড়ি ফিরে যান টোটো চালক কুরবান সেখ। এদিকে রাতেই তড়িঘড়ি সুতি থানার অন্তর্গত কেদুয়া বিট হাউসে ছুটে আসেন শ্রেয়া প্রামাণিক। মহিলার অভিযোগ পেয়ে কার্যত তৎপর হয়ে ওঠেন কেদুয়া বিট হাউসের ইনচার্জ মৃদুল বিশ্বাস। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তড়িঘড়ি টোটো চালককে চিহ্নিত করেন তিনি।
এদিকে যাত্রীর ফেলে যাওয়া ব্যাগটিও যত্ন সহকারে রেখে দেন টোটো চালক কুরবান সেখ। সোমবার রাত হয়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার সকালেই থানায় আসার কথা ছিল বলেই জানান টোটো চালক। যদিও তার আগেই বীরভূমের কাশিলা গ্রামে টোটো চালকের বাড়িতে পৌঁছে যান পুলিশের আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিলেন শ্রেয়া প্রামাণিক। তাদের দেখতে পেয়েই সসম্মানে ব্যাগটি ফেরত দেন টোটো চালক কুরবান সেখ। এদিকে ব্যাগটি উদ্ধার করে নিয়ে এসে সুতি থানার অন্তর্গত কেঁদুয়া বিট হাউসে শ্রেয়া প্রামানিকের হাতে হস্তান্তর করে দেন কেদুয়া বিট হাউস এর ইনচার্জ মৃদুল বিশ্বাস। টোটো চালক কুরবান সেখের সততা এবং কেদুয়া বিট হাউস পুলিশের তৎপরতায় সোনাদানা সহ ব্যাগ ফিরে পেয়ে খুশি শ্রেয়া প্রামানিক। পুলিশের এই সাফল্যে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ফের হকার উচ্ছেদ ঘিরে চরম উত্তেজনা রামপুরহাট শহরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

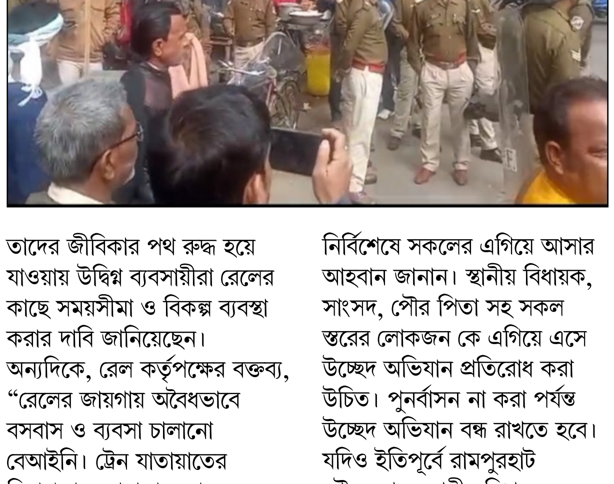

আপনজন: উচ্ছেদ অভিযানের জেরে ফুটপাত ব্যবসায়ী তথা হকার মহল চরম জর্জরিত হয়ে গেছে। ব্যবসা একপ্রকার লাটে উঠেছে। বাজার জমছে না ঠিকমতো এরূপ নানান সমস্যার সম্মুখীন হকাররা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফের বুধবার সকালে রামপুরহাটের প্রাণকেন্দ্র পাঁচমাথা মোড়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। এদিন রেলের আধিকারিকরা রেলের জায়গা থেকে হকার ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ অভিযানে নামতেই শুরু হয় উত্তেজনা। দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালানো এই ব্যবসায়ীদের দাবি, "এই ব্যবসায় আমাদের একমাত্র জীবিকা। আমাদের সংসার এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। হঠাৎ করে আমাদের উচ্ছেদ করলে আমাদের পরিবার চলবে কীভাবে?"
ফুটপাত ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ সামাল দিতে গিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসা চরমে ওঠে। ব্যবসায়ীরা জানান, রেলের জায়গা হলেও দীর্ঘদিন ধরে তারা এখানে ব্যবসা করছেন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে তাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা রেলের কাছে সময়সীমা ও বিকল্প ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন।
অন্যদিকে, রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, "রেলের জায়গায় অবৈধভাবে বসবাস ও ব্যবসা চালানো বেআইনি। ট্রেন যাতায়াতের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই উচ্ছেদ অভিযান অত্যন্ত জরুরি।"
তবে উভয়পক্ষের এই উত্তেজনা সামাল দিতে স্থানীয় প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সিপিআইএম নেতা সঞ্জীব বর্মন বলেন এটা পেটের লড়াই,ভাতের লড়াই। দলমত নির্বিশেষে সকলের এগিয়ে আসার আহবান জানান। স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদ, পৌর পিতা সহ সকল স্তরের লোকজন কে এগিয়ে এসে উচ্ছেদ অভিযান প্রতিরোধ করা উচিত। পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রাখতে হবে। যদিও ইতিপূর্বে রামপুরহাট পৌরসভা ও স্থানীয় বিধায়কের উপস্থিতিতে হকারদের নিয়ে যে আলোচনা হয়। সেখানে উচ্ছেদ অভিযানের এক মাসের মধ্যে জায়গা সনাক্তকরণ এবং ছয় মাসের মধ্যে হকারদের বসার ব্যবস্থা করার কথা বলা হলেও অদ্যাবধি কোন কাজও হয়নি বলে সিপিএম নেতার বক্তব্য।

অশোক পালের নেশা এলাকা জুড়ে ঝাড়ু মারা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুরের লায়েক বাঁধের বছর বাহাত্তরের অশোক পালের নেশা এলাকা জুড়ে ঝাড়ু মারা।
আর ঐ কাজটাই তিনি কয়েক দশক ধরে নিষ্ঠারভরে করে আসছেন। এর জন্য কোন পারিশ্যমিক তিনি চাননা। নিজের মনেই করে যান।
এখন কানে কিছুটা কম শুনেন তবে কাজে খামতি নেই। সকাল হলেই ঝাঁটা হাতে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়েন তিনি। সারা দিন গ্রামের মোড়, রাস্তা ঘাট ঝাড়ু দেন। অশোক পালের স্ত্রী জবা পালও। তিনি বলেন, বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছি ওই কাজ করতে। সংসারে চরম অভাবেও চারদিকে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করে গেছে। আমি সংসার চালিয়েছি।
অশোক পাল বলেন, আমি অপরিস্কার একদম দেখতে পারিনা, তাই এই কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমানে ছেলের পাঠানো সামান্য টাকা, রেশনের চালেই তাদের সংসার চলে বলেও তিনি জানান।

নেতড়া হাই মাদ্রাসায় ফুড ফেস্টিভ্যাল

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: শীতের আমেজ হালকা রোদে মুখরোচক বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস, স্যান্ডউইস, পিঠেপুলি সঙ্গে খেজুরের গুড়ের পওয়ারি মেলার আমেজ বসেছে ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকের নেতড়া মডেল হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে। বুধবার দুপুরে নেতড়া মডেল হাই মাদ্রাসা স্কুলে ফুড় ফ্যাস্টিভ্যালে নানান মুখরোচক খাবারের আয়োজন। পড়াশোনা করানোর পাশাপাশি স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের সামাজিক সচেতনতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা জন্য রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে সপ্তাহ ব্যাপি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার নির্দেশ মতো ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকের নেতড়া মডেল হাই মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষিকারা ফুড ফ্যাস্টিভেলের আয়োজন করে বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস, স্যান্ডউইস, ফুচকা, সহ শীতকালের বিভিন্ন পিঠেপুলি সঙ্গে খেজুরের গুড় সহ স্টল সাজিয়ে বসে স্কুলে ছাত্র ছাত্রীরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হায়দার আলি বৈদ্য জানান, রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মতো ফুড ফ্যাস্টিভেলের আয়োজন করা হয়েছে। ২৫ রকমের মুখরোচক খাবারের স্টল সাজিয়ে বসেছে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আবারো বোমা উদ্ধার সালার থানার পুলিশের

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: আবারো বোমা উদ্ধার করলো সালার থালার পুলিশ , একই দিনে সালারের মালিহাটি পঞ্চায়েতের ২ গ্রাম থেকে ৩৬ টি বোমা উদ্ধার করে সালার থানার পুলিশ। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার মঙ্গলবার সকাল ১১ টা নাগাদ মালিহাটি পঞ্চায়েতের কান্দরা গ্রাম থেকে ১৫ টি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ।তারপর সন্ধ্যা নাগাদ মালিহাটি পঞ্চায়েতের চুনশহর গ্রাম এলাকা থেকে ২১ টি বোমা উদ্ধার করে সালার থানার পুলিশ। বোমা উদ্ধার কে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। একই দিনে দুই গ্রাম থেকে ৩৬ টি বোমা উদ্ধার , আজ অর্থাৎ বুধবার মুর্শিদাবাদ বোম ডিসপোজাল স্কোয়াড়ের টিম এসে বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করেন। বোমা গুলি কে বা কারা কি উদ্দেশ্য মজিত রেখেছিল তা খতিয়ে দেখছে সালার থানার পুলিশ।

মাদ্রাসার দুই কৃতি ছাত্রকে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে তোহফা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙা কেএসএইচ রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার আলিমে ৪র্থ আব্দুল হাই (৮৩১) ও ফাজিলে ১০ম মোজাহিদুল ইসলামকে (৫৪৭) মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনা ডোমা আধিকারিক শুভজিৎ রায় মাদ্রাসায় গিয়ে সংবর্ধিত করেন।
উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির সম্পাদক জনাব আব্দুর রাজ্জাক গাজি, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মাওলানা মোফাজ্জল হক, রিজওনুল করিম, মহঃ কালিমুল্লাহ, সিরাজুল মন্ডল, আব্দুর রশিদ মন্ডল, সেখ মিরাজ, মহঃ হাসানুজ্জামান সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও শতাধিক শিক্ষার্থী। প্রগ্রামটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক মহঃ কালিমুল্লাহ ও সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান। ডোমা আধিকারিক শুভজিৎ রায় বলেন, আমি আজ ধন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো সম্মান সংবর্ধনার সামগ্রী এই মাদ্রাসার কৃতিছাত্রদের হাতে তুলে দিতে পেরে। আমি সকল শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

আদিবাসীদের ভুয়ো শংসাপত্র বাতিলের দাবি

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: আসন্ন পৌষ পরব উপলক্ষে মেমারি থানার খয়েরপুর দূরসীমানা গ্রামে মারাং বুরু সেবা নিকেতনে পাঁচ শতাধিক মহিলা পুরুষের জমায়েত। এই মারাং বুরু সেবা নিকেতনে সমাজসেবী সরকার মান্ডি আদিবাসী সমাজের ডাইন প্রথা সহ নানান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতায় কাজ করার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। মদ ছাড়ানো, ধর্মান্তর রদ, পারিবারিক সমস্যার বিষয়েও সমাধানে অগ্রণী ভুমিকা নিয়ে থাকেন। সাপে কামড়ালে, রোগ হলে আগে ওঝা নয়, হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে বনসৃজন, শাড়ি, শীতবস্ত্র প্রদান সহ সামাজিক কাজ করে থাকেন। তিনি এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়নের সঙ্গে মারাং বুরু থানে আদিবাসী সমাজের বহু মণীষীর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্যেরও মানুষ এসেছেন। পৌষ সংক্রান্তিতে আদিবাসী সমাজের হাঁড়ি পরবের আগে নানান বিষয়ে সতর্ক করার সঙ্গে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সারা রাত ব্যাপী চলবে নানান সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা। সরকার মান্ডি সমাজসেবক শুধু নন, একজন আদিবাসী গানের বেতার শিল্পী। ফলে তিনি গানে ও কথায় সভাকার্য চালান। এদিনের সভা থেকে ভুয়ো এসটি কার্ডধারীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে সংশোধনের দাবি জানান সরকার মান্ডি।

শিশুকে ধর্ষণ কাণ্ডে স্কুল শিক্ষকের সাজা ঘোষণা পকসো আদালতের

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: তৃতীয় শ্রেণীর এক শিশুকে ধর্ষনের অভিযোগে অভিযুক্ত এক স্কুল শিক্ষককে মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত করেছিল বিচারক। বুধবার রজত জ্যোতি বিশ্বাস নামে ঐ স্কুলশিক্ষকের সাজা ঘোষনা করলেন তেহট্টের স্পেশাল পকসো আদালতের বিচারক সঞ্জয় রঞ্জন পাল। ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
সরকারি পক্ষের আইনজীবী বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ৪ ঠা ডিসেম্বর স্কুলে গিয়েছিল তেহট্ট থানা এলাকার তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রী। অভিযোগ, ক্লাস চলাকালীন টিফিনের আগে শিশুটিকে স্কুলের ছাদে নিয়ে যায় ঐ স্কুলের শিক্ষক রজত জ্যোতি বিশ্বাস। এরপর শিশুটিকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এমনকি ঘটনার কথা কাওকে জানালে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া শিশুটিকে । তবে জানাজানি হতেই সেই সময় স্কুলে বিক্ষোভ দেখায় পরিবারের সদস্য থেকে এলাকার মানুষ। শিশুটির চিকিৎসার পর ৬ ই ডিসেম্বর তেহট্ট থানায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেন শিশুটির পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে সেইদিনই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, সেই সময় থেকে জেল হেফাজতেই ছিলেন শিক্ষক। তবে ২০২৩ সালের ২০ জুলাই তিনি জামিন পান। সরকারি পক্ষের আইনজীবী বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস জানিয়েছেন, বুধবার বিচারক সাজা ঘোষণা করলেন। তাকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন বিচারক। পাশাপাশি অনাদায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তবে আসামি পক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন, ফের উচ্চ আদালতে আপিল করব।

প্রথম নজর

সৌদিতে ভয়াবহ বন্যা, মক্কা-মদিনায় হাই রেড অ্যালার্ট

আপনজন ডেস্ক: মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতি আরো কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার এ খবর জানিয়েছে সংবাদসংস্থা আনাদোলু এজেন্সি। মঙ্গলবার দেশজুড়ে বিভিন্ন স্তরের সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস। এর মধ্যে পশ্চিম সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা এবং মদিনার পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় হাই রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজধানী রিয়াদ, মধ্য সৌদি আরব এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আসির এবং জাজানে 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। তবে বৃষ্টিপাতের মধ্যে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
রেড ক্রিসেন্টসহ দেশটির উদ্ধারকারী কর্তৃপক্ষ ভারি বৃষ্টির সতর্কতার প্রতিক্রিয়ায় তাদের প্রস্তুতি বাড়িয়েছে।
সৌদি প্রেস এজেন্সির তথ্যানুসারে, রেড ক্রিসেন্ট নিরবচ্ছিন্ন অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং দ্রুত হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করতে তার উদ্ধারকারী দলগুলোর জন্য সম্পূর্ণ অপারেশনাল প্রস্তুতি নিশ্চিত করেছে।
সৌদি কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং নিরাপত্তা নির্দেশনা অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছে।
এছাড়া জনগণকে উপত্যকা, নিম্নভূমি এবং বৃষ্টির পানি জমতে পারে এমন এলাকা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে সিভিল ডিফেন্স সার্ভিস।

ভয়াবহ দাবানল লস অ্যাঞ্জেলেসে, পুড়ে গেল ২৯০০ একর এলাকা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ভয়াবহ দাবানলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ১০ একর এলাকা থেকে ছড়িয়ে পড়া এই দাবানলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ২৯০০ একরেরও বেশি এলাকা পুড়ে গেছে।
এছাড়া আগুনে বহু বাড়িঘর ও গাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। ফায়ার চিফ ক্রিস্টিন ক্রাউলি জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। ১৩ হাজার ভবন এখনো আগুনের হুমকির মুখে রয়েছে।
বুধবার (৮ জানুয়ারি) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দাবানলের ভিডিও ফুটেজে প্যাসিফিক প্যালিসেডস এলাকায় আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে এবং বাসিন্দারা তাদের গাড়ি ছেড়ে আগুন থেকে বাঁচতে পালিয়ে যাচ্ছেন।
মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং ঘণ্টায় ৫০ মাইল (৮০ কিলোমিটার) গতির দমকা বাতাস ও অত্যন্ত শুষ্ক অবস্থার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি ফায়ার চিফ অ্যান্থনি মারোন জানিয়েছেন, প্যাসিফিক প্যালিসেডস এখনো বিপদমুক্ত নয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় লাখ লাখ মানুষ রেড অ্যালার্টের অধীনে রয়েছে, যার অর্থ সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়ার মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দাবানল আরো বিস্তৃত হতে পারে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাতে আগুন আরো তীব্র হতে পারে।

জ্বালানি সঙ্কটে গাজার নাসের হাসপাতাল বন্ধ ঘোষণা

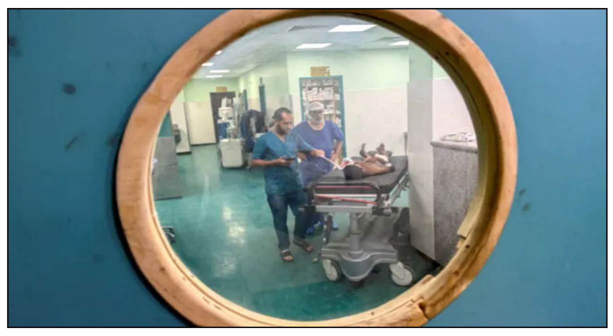

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাদের হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না হাসপাতালও। এ সব হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে। এরই মধ্যে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিয়েছে গাজার নাসের হাসপাতালে। এ কারণে হাসপাতালটির জরুরি সেবা ব্যতিত সব ধরনের সেবা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
বুধবার (৮ জানুয়ারি) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি তথ্য কেন্দ্র খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, জ্বালানি সঙ্কটের কারণে গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরের এ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট ও অস্ত্রোপচার কক্ষ ছাড়া সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি 'সত্যিকারের বিপর্যয়ের বিষয়ে' সতর্ক করার এক দিন পরই এই ঘোষণা এলো। কারণ ছিটমহলের বাকি কোনো কার্যকরী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে জ্বালানি মজুদ নেই। জ্বালানি সঙ্কট হাসপাতাল, অক্সিজেন স্টেশন, ওষুধের রেফ্রিজারেটর ও নার্সারিগুলোকে হুমকির মুখে ফেলেছে।
মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, ইসরাইলি দখলদার বাহিনী এক দিকে এসবের নিরাপত্তার কথা বলে আরেক দিকে জ্বালানি ট্রাকসহ কনভয়গুলোকে চোর ও দস্যুদের দিয়ে চুরি করতে সহায়তা করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলায় দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আয়ারল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: গাজায় গণহত্যা চালানোয় ইসরায়েল বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার দায়ের করা মামলায় যোগ দিয়েছে আয়ারল্যান্ড। গতকাল মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের এক বিবৃতি থেকে একথা জানিয়েছে বলে 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
সোমবার (৬ জানুয়ারি) আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটি যুক্ত হয় মামলায়। মামলায় যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি আয়ারল্যান্ডসের দীর্ঘস্থায়ী সমর্থন প্রতিফলিত হয়েছে।
এই মামলায় আয়ারল্যান্ডের যোগ দেয়ার বিষয়টি প্রত্যাশিত ছিল। গত মাসে দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাইকেল মার্টিনের সঙ্গে এই মামলায় যুক্তি দাখিল করার একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করে সরকার। এ ছাড়া এক সপ্তাহের মধ্যে এটি নেদারল্যান্ডসের হেগে দায়ের করা হবে বলেও জানানো হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা গত বছর আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলাটি দায়ের করে। আয়ারল্যান্ড বেশ কয়েক মাস ধরে এই মামলায় যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে আসছিল। গত ৬ জানুয়ারি সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটি যুক্ত হলো মামলায়। আদালত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'আদালতের সংবিধির ৬৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে গাজা উপত্যকায় গণহত্যার অপরাধের প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশনের আবেদন সংক্রান্ত মামলায় যুক্ত হওয়ার ঘোষণা আদালতের রেজিস্ট্রিতে দাখিল করেছে আয়ারল্যান্ড।' দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গাজায় গণহত্যা চালানোর জন্য ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলা দায়ের করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইসরায়েল দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলাটিকে 'আদালতের ঘৃণ্য এবং অবমাননাকর অপব্যবহার' হিসাবে বর্ণনা করেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে একটি প্রাথমিক রায়ে, আদালত ইসরায়েলকে গাজায় তাদের হামলা থামানোর নির্দেশ দেন। এ ছাড়া মে মাসে দেশটিকে দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে তার সামরিক আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেন আদালত।

হাসপাতাল তৈরির অর্থ সংগ্রহে বাজারে গাজা-কোলা আনলেন ফিলিস্তিনি অধিকারকর্মী

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল হাসপাতালগুলোকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করায় গাজার স্বাস্থ্যসেবা 'সম্পূর্ণ পতনের' দ্বারপ্রান্তে। এই হাসপাতালগুলো পুনর্নির্মাণে কত সময় এবং কী পরিমাণ অর্থ লাগবে তা বলা এখনও অসম্ভব।
তবে একজন ফিলিস্তিনি অধিকারকর্মী একটি কোমল পানীয় বিক্রির অর্থে গাজার স্বাস্থ্যখাতের একটি অংশ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করেছেন।
ওসামা কাশু নামের ওই ফিলিস্তিনির বাজারজাত করা পানীয়টির নাম গাজা কোলা। উত্তর গাজায় দাঁড়িয়ে থাকা আল কারামা হাসপাতাল পুনর্নির্মাণের জন্য সম্প্রতি লন্ডনে কোকা-কোলার বিকল্প হিসেবে তিনি নিয়ে এসেছেন গাজা কোলা।
৪৩ বছর বয়সী চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং মানবাধিকার আইনজীবী মতে, গাজার এই সব হাসপাতালের মতো এটি কোনও কারণ ছাড়াই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।
কাশু আল কারামা হাসপাতালটিকে বেছে নিয়েছে কারণ, তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, "এটি ছোট, এটি সহজে পরিচালনাযোগ্য, এটিতে অনেক অর্থ খরচ হবে না।"
তবে এতে কত অর্থ লাগবে বা কখন কাজ শুরু করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট ধারণা পাননি।
তবে কাশু বলেছেন, "আমাদের একটি পরিকল্পনা করার অভিপ্রায় থাকার দরকার ... আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে, অন্যথায় আমরা বাঁচতে পারব না।"
২০২৩ সালের নভেম্বরে কাশু গাজা কোলার বিষয়টি প্রথম ভেবেছিলেন। লাল ফিলিস্তিনি পতাকা, আরবি ক্যালিগ্রাফিতে লেখা 'গাজা কোলা' এবং ফিলিস্তিনি কাফিয়াহর উপর একটি প্যাটার্ন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পানীয়টির ক্যানে।

মাদুরোর শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে বিক্ষোভ ও সমাবেশের প্রস্তুতি বিরোধীদের

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার শপথ নেবেন ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। তবে তার শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার সরকারপন্থী ও বিরোধীরা সমাবেশ ও বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিয়েছে। কেননা বিরোধীরা তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাদুরো নির্বাচিত হওয়ার ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ রাষ্ট্র তৃতীয় মেয়াদে তার এই শপথ গ্রহণকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। বিরোধী দলীয় নির্বাসিত নেতা এডমুন্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়া নিজেকে প্রেসিডেন্ট দাবি করে দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেশে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি জোর দাবি করেন- গত জুলাইয়ের নির্বাচনে তিনি জিতেছেন।
শুক্রবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে তার যে বিপুল সংখ্যক সমর্থক রয়েছে, তাদের বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিকে মাদুরোর ক্ষমতাসীন 'চাভিস্তা' আন্দোলনের সমর্থকরাও রাজপথে নামার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং কারাকাসে হাজার হাজার ভারী অস্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যকে আগাম মোতায়েন করা হয়েছে।
সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, পাঁচ মাস আগে মাদুরোর নির্বাচনী জয়ের দাবির প্রতিবাদে নৃশংস দমন অভিযানে ২৮ জন নিহত এবং প্রায় ২শ' জন আহত ও ২,৪০০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ভেনিজুয়েলার নাগরিক মেলিন রদ্রিগেজ বলেন, "কী ঘটবে তা আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। আমি জানি না যে- যা ঘটবে তা ভাল, না কি খারাপ হবে।"
ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে গঞ্জালেজ উরুতিয়া সফরে সোমবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছ থেকে শক্তিশালী সমর্থন পেয়েছেন। এই সফরের পরবর্তী ধাপে তিনি মাদুরোকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করার প্রচারণার অংশ হিসেবে বুধবার পানামায় যাবেন। সেখানে তিনি সাবেক লাতিন আমেরিকান দেশটির প্রেসিডেন্ট ও লাতিন দেশগুলোর বেশ কয়েকজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন।
ভেনিজুয়েলা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মারিয়ানো দে আলবা বলেছেন, "এডমুন্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়ার কৌশল হল বিরোধীদেরকে উদ্দীপনা দেওয়া ও আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর চেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।"
দেশে ফিরে এলে কারাকাসের কর্তৃপক্ষ গঞ্জালেজ উরুতিয়াকে গ্রেফতার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তিনি গত সেপ্টেম্বর থেকে স্পেনে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন।
বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো বলেছেন, তিনি বৃহস্পতিবার বিক্ষোভকারীদের সাথে যোগ দিতে আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসবেন। মাচাদোকে গঞ্জালেজ উরুতিয়া শেষ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। মাচাদো সোমবার বলেন, "আমি এই ঐতিহাসিক দিনটিকে কোনও কিছুর বিনিময়ে মিস করব না।"
বিরোধী দল দাবি করছে, ভোট কেন্দ্র নির্বাচনের ফলাফলের তাদের নিজস্ব হিসাব দেখায় যে, গঞ্জালেজ উরুতিয়া জয়ী হয়েছেন।
তবে দেশটির নির্বাচনী পরিষদ শাসক দলের প্রতি অনুগত। তারা ভোট গণনা ছাড়াই মাদুরোকে জয়ী ঘোষণা করেছে।
তার বিজয়ের দাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ল্যাটিন আমেরিকার অনেকগুলো রাষ্ট্রসহ অন্যান্য অসংখ্য দেশ স্বীকৃতি দেয়নি।
আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপ থিঙ্ক ট্যাঙ্কের ফিল গানসন বলেন, "ক্ষমতায় থাকার জন্য এই সরকারকে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের ওপর বেশি বেশি নির্ভর করতে হয়েছে। ২৮ জুলাই থেকে সেই নির্ভরতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং ১০ জানুয়ারি থেকে এটি আরও গভীর হবে।"

অবতরণের পর বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে মিলল ২ ব্যক্তির লাশ

আপনজন ডেস্ক: নিউইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডায় অবতরণের পর জেটব্লু ফ্লাইট থেকে দুটি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিউইয়র্কের জেটব্লু এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তারা সোমবার রাতে ফ্লোরিডায় পৌঁছানোর পর ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে দুই ব্যক্তির লাশ খুঁজে পান।
বিবিসির খবরে বলা হয়, ফোর্ট লডারডেল-হলিউড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেটব্লুর ফ্লাইট রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শনের সময় এয়ারবাস এ৩২০-২৩২ এর ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে দুই ব্যক্তির লাশ খুঁজে পান।
মঙ্গলবার জেটব্লু মুখপাত্র বলেন, এই দুই ব্যক্তি কীভাবে জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরের ১৮০১ ফ্লাইটে অননুমোদিতভাবে ঢুকেছিলেন তা তদন্ত করছেন ফেডারেল তদন্তকারীরা।
দুঃখজনকভাবে উভয়ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই মুহূর্তে তাদের পরিচয় এবং তারা কিভাবে বিমানে প্রবেশ করেছিলেন তা তদন্তাধীন।
জেটব্লুর বিমানটি ৫ জানুয়ারি জেএফকেনেডি থেকে জামাইকার কিংস্টনে পৌঁছানোর পর রাতে সেখানেই ছিল। এ কারণে ধারণা করা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তিরা জামাইকার বাসিন্দা হতে পারেন।
জামাইকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কমিনা স্মিথ এ বিষয়ে মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেন, 'ফোর্ট লডারডেলে একটি বিমানের চাকার কাছে দুটি মৃতদেহ পাওয়ার বিষয়টি আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। যদিও এই ব্যক্তিদের জাতীয়তা নিয়ে জল্পনা চলছে। এ ঘটনায় এখনও তদন্ত চলছে।
তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়নি।
কিছুদিন আগেও একই রকম আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ক্ষেত্রেও। গত ক্রিসমাস ইভে সংস্থাটির শিকাগো থেকে হাওয়াইগামী একটি ফ্লাইটের ল্যান্ডিং গিয়ার বগি থেকে একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়।
বিমানের হুইল ওয়েল বা ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেখানে কম অক্সিজেন, তীব্র ঠান্ডা, পিষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি এবং বিমান চলাচলের সময় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৪মি.

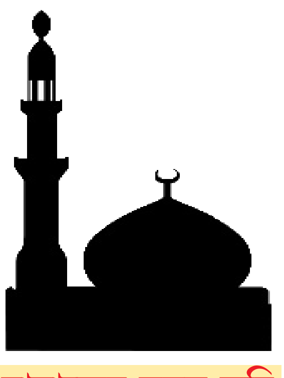

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৩	৬.১৮
যোহর	১১.৪৯	
আসর	৩.৩৩	
মাগরিব	৫.১৪	
এশা	৬.২৮	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

গ্রিনল্যান্ডে হামলা মেনে নেবে না ইইউ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রয়োজনে সামরিক আগ্রাসনের হুমকি দিয়ে আসছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর প্রতিক্রিয়ায় বুধবার ইউরোপের দেশ ফ্রান্স বলেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) অন্য দেশগুলোকে তার সার্বভৌম সীমান্ত আক্রমণ মেনে নেবে না। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারট বলেছেন, এতে স্পষ্টতই কোনও প্রশ্ন নেই যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকে তার সার্বভৌম সীমান্তে আক্রমণ করতে দেবে না, তারা যেই হোক না কেন।

ইয়েমেনে ব্রিটিশ ও সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার গুপ্তচর গ্রেফতার

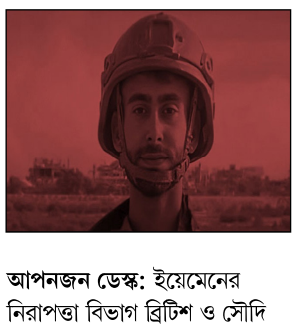

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের নিরাপত্তা বিভাগ ব্রিটিশ ও সৌদি আরবের গোয়েন্দা সংস্থার গুপ্তচরদের গ্রেফতার অভিযান ও আটকদের স্বীকারোক্তির ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।
ইয়েমেনের সানা শহরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার হওয়া বেশ কয়েকজন গুপ্তচর স্বীকার করেছে যে তারা ইয়েমেনের নিরাপত্তা, মিডিয়া এবং শিক্ষার ক্ষেত্রের অবস্থার ওপর বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করে সৌদি আরবে তাদের কমান্ডারদের কাছে পৌঁছে দিতো।
ইয়েমেনের নিরাপত্তা বাহিনী এক বিবৃতিতে সেদেশে আটক ব্রিটিশ ও সৌদি গুপ্তচরদের স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছে, যারা শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করছে তারা যেন বিচার ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ইয়েমেনের নিরাপত্তা বিভাগ আরো জানিয়েছে, আটক বিদেশী গুপ্তচরা সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ব্রিটিশ এবং সৌদি অফিসারদের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ করে তথ্য সংগ্রহে নেমে পড়ে। এ লক্ষ্যে গুপ্তচরদের গোয়েন্দা মিশন পরিচালনা করার জন্য স্পাই প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ও প্রযুক্তি ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল ইয়েমেনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য।

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ
● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
● আরবি বিভাগ-
আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
● গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।
সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

ADMISSION OPEN 2025
নাবাবীয়া মিশন
(শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা)
ভর্তি চলিতেছে
প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তির ফর্ম দেওয়া চলছে
WBCS ও মেডিকেল কোচিং এর জন্য যোগাযোগ করুন

বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান: নাবাবীয়া মিশন
Cont : 9732381000
9732086786
www.nababiamission.org

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৪ পৌষ ১৪৩১, ৭ রজব ১৪৪৬ হিজরি

সচেতন হইতে হইবে

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বত্সরে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ২০ বত্সর পূর্তি অনুষ্ঠানে জো বাইডেন একটি ভিডিও-বার্তায় বলিয়াছিলেন—'ঐক্যই আমাদের বড় শক্তি।' ইউনাইটেড তথা ঐক্যবদ্ধ থাকিবার মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয় বৃহত্ শক্তি। আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব সেইখানে রহিয়াছে পুঞ্জীভূত মহাশক্তির মহাসম্মিলন। তাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্তরে। সেইখানে সম্মিলিত পুঞ্জীভূত শক্তি মিলিয়াই তৈরি করিতেছে নক্ষত্র। অর্থাত্ সম্মিলন তথা ঐক্য ব্যতীত কখনোই বড় শক্তি তৈরি হয় না। এইভাবেই এই জগত্ তৈরি হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপারে গ্রেট অটোম্যান সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ষোড়শ শতাব্দীতে বলিয়াছিলেন, 'মহান আল্লাহ ভিন্নতা পছন্দ করেন। তাহা না হইলে এক রঙের ফুলই সৃষ্টি করিতেন; দেখা যাইত সকল জায়গায় একই রঙের পাখি, একই রঙের মানুষ। কিন্তু আমরা একেক জন একেক রকম। কারণ, বিচিত্রতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।'

সুতরাং আমাদের চারিদিকেও ভিন্নতা থাকিবে—ইহাই স্বাভাবিক। ইহাই জগতের নিয়ম। মনে রাখিতে হইবে, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। কোথাও অন্যায়-অবিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোটাই দস্তুর। সুতরাং সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে—ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত গল্পের পুনঃপাঠ করা যাক। গল্পটি সংখ্যাবিষয়ক। একবার স্কুলের ক্লাসে 'সংখ্যা-৯' 'সংখ্যা-৮'-কে চাপিয়া ধরিয়া হেনস্তা করিল। সংখ্যা-৮ বলিল—তুমি আমাকে আঘাত করিলে কেন? সংখ্যা-৯ বলিল—আমি বড়, তাই তোমাকে মারিতে পারি। তখন সংখ্যা-৮ জ্যেষ্ঠতার অধিকার লইয়া সংখ্যা-৭-কে মারিল! সংখ্যা-৭ ঘুরিয়া সংখ্যা-৬-কে মারিল! এইভাবে চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত 'সংখ্যা-২' যখন 'সংখ্যা-১'-কে মারিল 'সংখ্যা-০' (শূন্য) তখন ভাবিল—এইবার তো আমার পালা! আমার চাইতে ছোট কেহ নাই। সে নিরাপত্তার আশায় একটু দূরে গিয়া বসিল। 'সংখ্যা-১' তখন গিয়া '০' (শূন্য)-র বাম পাশে বসিয়া বলিল—আমি তোমাকে মারিব না। শূন্য হইলেও তোমাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ১ গিয়া ০-এর বাম পাশে বসিবার কারণে তাহারা দুইয়ে মিলিয়া হইয়া গেল ১০! অর্থাত্ সকলের চাইতে বড়। এই নীতিগল্পটি বলিয়া দেয়—'ঐক্যবদ্ধ' থাকিলে সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে হইবে। আমরা যদি 'এক' থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। আমাদের ধর্মেও পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। সুরা-৯ তওবা, আয়াত-৯২-এ বলা হইয়াছে, 'এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।'

সুতরাং আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন। যেই এলাকায় জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে, সেই এলাকার মানুষেরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বাদ পাইতেছে। এই জন্য বলা হয়, বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক। এই জন্য সকলকে সচেতন হইতে হইবে। মানুষ সচেতন না হইলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন—'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?'

....

মায়ানমারে চিনের বিরল খনিজ লুণ্ঠনের রাজনীতিটা কী

মায়ানমারের কাচিন রাজ্যে পরিবেশের বিপর্যয় খালি চোখেই দেখা যায়। দানবাকৃতির খননযন্ত্র মাটি খুঁড়ে মূল্যবান বিশ্বের বিরল উপাদান বের করে আনছে। আর পেছনে ফেলে আসছে বিষাক্ত পানির আধার আর পরিত্যক্ত মাটি। এটা নিছক পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংসের মাধ্যমে সম্পদ আহরণের ঘটনা নয়। মায়ানমারের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মূল্যবান এসব খনিজের বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার খুব হিসাবি পথ এটি। লিখেছেন **অঙ্কিত কে..**

মিয়ানমারের কাচিন রাজ্যে পরিবেশের বিপর্যয় খালি চোখেই দেখা যায়। দানবাকৃতির খননযন্ত্র মাটি খুঁড়ে মূল্যবান বিশ্বের বিরল উপাদান বের করে আনছে। আর পেছনে ফেলে আসছে বিষাক্ত পানির আধার আর পরিত্যক্ত মাটি। এটা নিছক পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংসের মাধ্যমে সম্পদ আহরণের ঘটনা নয়। মায়ানমারের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মূল্যবান এসব খনিজের বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার খুব হিসাবি পথ এটি। মায়ানমারে চীনের বিরল খনিজ আহরণের মাত্রা অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছেছে। চীনের রাজস্ব বিভাগের এক পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে মায়ানমার থেকে বিরল খনিজের আমদানি ৭০ শতাংশ বেড়েছে। মেট্রিক টনের হিসাবে বেড়েছে ৩৪ হাজার ২৪১ মেট্রিক টন। এটা এই ইঙ্গিত করে যে বেইজিং মজুত করার যে আগ্রাসী কৌশল নিয়েছে, সেটা তার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তার বাইরের বিষয়। এখানে বার্তাটি পরিষ্কার। চীন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার কথা মাথায় রেখে বিরল খনিজ মজুত করছে, যাতে সেটিকে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। মায়ানমারকে বিরল খনিজের মজুত ভান্ডার হিসাবে ব্যবহারের চীনা ধরনটি অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। সেটি ঘটেছেও দ্রুতগতিতে। কাচিন অঞ্চলটি একসময় আদিম বনভূমি ও সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত ছিল। খনি খননের কারণে কাচিনকে এখন দূর থেকে দেখা চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো মনে হবে। কাচিনে স্থানীয় প্রক্সি ও ছায়া অংশীদারদের একটা জটিল নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে কর্মকাণ্ড চালায়। চীনা কোম্পানিগুলো কাচিনে তাদের কাজ ৪০ শতাংশ বাড়িয়েছে। মায়ানমার এখন চীনের ভারী খনিজের প্রাথমিক উৎস। ডিসপ্রোসিয়াম, ইট্রিয়াম ও টার্বিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজের প্রায় ৪০ শতাংশ আছে মায়ানমার থেকে।

এর পরিবেশগত বিপর্যয়ও বিশাল। বেসরকারি সংস্থা গ্লোবাল উইটনেস-এর তদন্তে বেরিয়ে এসেছে বাস্তুসংস্থানের বিস্তৃত ধ্বংসের চিত্র। খনি থেকে খনিজ উত্তোলন ও নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় পানির উৎস ও কৃষিজমিতে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশে সেগুলোকে বিষিয়ে দিচ্ছে।

> **পশ্চিমা কোম্পানিগুলোকে জোর করে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে চীনের কোম্পানিগুলো কোনো প্রতিযোগিতা আর নিরীক্ষা ছাড়াই সেখানে কাজ করার সুযোগ পেয়ে যায়। আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যের যে নীতিমালা আছে, সেটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং পরিবেশ মানদণ্ডের তোয়াক্কা না করে তারা এটা করে চলেছে। এই শূন্যতায় মায়ানমারকে বিরল খনিজের ভান্ডার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে চীনকে।**

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। চর্মরোগ, ফুসফুসের অসুখ, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে যাওয়ার মতো অসুস্থতায় তাঁরা ভুগছেন। চীনের এসব খনির কার্যক্রমে সুরক্ষা দেয় মায়ানমারের জান্তা সরকার। ফলে তাদের বধির কানে এসব কিছু পৌঁছায় না। আর মায়ানমারের জান্তা সরকারের অস্তিত্ব চীনের সমর্থনের ওপর টিকে আছে। সময় বিবেচনায় বেইজিংয়ের কৌশলটি একেবারেই ছল। বিশ্ব নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অগ্রসর প্রযুক্তিতে রূপান্তরের প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে। সবারই এখন বিশ্বের এসব বিরল খনিজ দরকার। চীন নিজেকে বিরল খনিজের দ্বাররক্ষী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খনি থেকে খনিজ উত্তোলন ও সেগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ—বিশ্বের ৯০ শতাংশ বিরল খনিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে চীন একচ্ছত্র একচেটিয়াকরণ করেছে। এই আধিপত্য নিছক বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য থেকে নয়। এটা পশ্চিমাদের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একেবারে হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানার জন্য কৌশলগত অস্ত্র।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জান্তা সরকারকে চাপে ফেলার জন্য মায়ানমারকে বয়কট করেছে। কিন্তু বিরল খনিজের এই পটভূমি বিবেচনা করলে গুলি তাদের দিকেই ঘুরে গেছে। পশ্চিমা কোম্পানিগুলোকে জোর করে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে চীনের কোম্পানিগুলো কোনো প্রতিযোগিতা আর নিরীক্ষা ছাড়াই সেখানে কাজ করার সুযোগ পেয়ে যায়। আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যের যে নীতিমালা আছে, সেটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং পরিবেশ মানদণ্ডের তোয়াক্কা না করে তারা এটা করে চলেছে। এই শূন্যতায় মায়ানমারকে বিরল খনিজের ভান্ডার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে চীনকে। বিরল খনিজের বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব পড়বে। অনেক দেশ তাদের নিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের বিকাশ ঘটাচ্ছে, সবুজ প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। চীনের এই মজুত তাদের জন্য বিশাল অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করবে। বিরল খনিজ রপ্তানিকে চীন ভূরাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেখেছি। উদাহরণ হিসেবে, ২০১০ সালে তারা জাপানের বিরুদ্ধে ১০টি বিধিনিষেধ দেয়। এটা থেকে প্রমাণিত হয়, চীন আরও বড় সংঘাতের প্রস্তুতি নিয়েছে। মানবিক মূল্যও সমানভাবে ধ্বংসাত্মক। কাচিনের আদিবাসীরা তাদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাদের প্রথাগত কৃষিকাজের এলাকা বিষাক্ত খনি অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে। রাইটস রিসোর্চ সেন্টার অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। এর মধ্যে জোর করে স্থানান্তর, শ্রমিকদের অধিকার হরণ এবং সাংস্কৃতির স্থাপনা ধ্বংসের মতো দৃষ্টান্ত রয়েছে। মায়ানমার বিচ্ছিন্ন থাকায় এসব অপরাধের বেশির ভাগই বাইরের বিশ্বে আসতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্বসম্প্রদায় ও দায়িত্বশীল শক্তিগুলো মায়ানমারে চীনের বিরল খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে নির্ধারক সিদ্ধান্ত না নিতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা বিরল খনিজের সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর হুমকি তৈরি করবে না, ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির বিকাশেও বাধা তৈরি করবে। এখানে বিশ্বের নীরবতা বেইজিংয়ের কৌশলকেই শুধু উৎসাহিত করে।

অঙ্কিত কে স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন, সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক ল্যাঙ্গুয়েজ, আরআরইউ, ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক

সৌজন্যে: দ্য ইরাবতী

ইংরেজি থেকে অনূদিত

কংগ্রেস অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন হল

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ৪৭ বছর পর কংগ্রেস দলের ঠিকানা বদল হচ্ছে। ১৫ জানুয়ারি, বুধবার, লুটেন্স দিল্লির আকবর রোডের ২৪ নম্বর বাংলো ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসের সদর দপ্তর উঠে যাবে ৯/এ কোটলা রোডে।

মকরসংক্রান্তির পর দিন নতুন ভবনের উদ্বোধন করবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী। সারা দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রায় ৪০০ নেতাকে ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আকবর রোডের অফিস ছিল সরকারি বাংলো। একতলা। কোটলা রোডের জমিতে কংগ্রেস তৈরি করেছে নিজের অফিস। ছয় তলা। নাম 'ইন্দিরা গান্ধী ভবন'। ২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ওই ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন। দীর্ঘ ১৫ বছর পর দলের সদর দপ্তরের বদল মনমোহন দেখে যেতে পারলেন না। গত ২৬ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। কংগ্রেসের নতুন ভবন যে রাস্তায় তৈরি, আগে তার নাম ছিল রাউজ অ্যাভিনিউ। ইংরেজ এই স্থপতির নামে রাখা রাস্তার নাম পাল্টে করা হয় দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ। সেটি করা হয় ১৯৭৮ সালে, জনতা পার্টির শাসনামলে। দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও দক্ষিণপন্থী ভারতীয় জন সংঘের নেতা। জন সংঘই পরে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই রাস্তার ওপরেই গড়ে তোলা হয়েছে বিজেপির নতুন দপ্তর। আম আদমি পার্টির অফিসও এ ঠিকানায়—দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ। কংগ্রেসের নতুন অফিস এই রাস্তার ওপর হলেও জমির অন্য দিক পড়ছে কোটলা রোডের ওপর। নতুন ভবনের মূল প্রবেশদ্বার ওই কোটলা রোডের ওপরেই করা হয়েছে, যাতে অফিসের ঠিকানা দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ না হয়ে কোটলা রোড হয়। আদর্শগত বিরোধী যে দলের সঙ্গে, সেই দলের নেতার নামে রাখা রাস্তায় কংগ্রেসের অফিস থাকা বিড়ম্বনা। তা এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। ২৪ আকবর রোডের বাংলোয় কংগ্রেস অফিস করেছিল ১৯৭৮ সালে। আগের বছর লোকসভা ভোটে পরাজয় ঘটে ইন্দিরা গান্ধীর। স্বাধীনতার পর প্রথমবার কেন্দ্রক্ষমতা হারায় কংগ্রেস। দলে ভাঙনও ধরে তখন। ঠিকানাহীন কংগ্রেসকে ওই সময় নিজের সরকারি আবাসস্থল ছেড়ে দিয়েছিলেন অন্ধ্র প্রদেশ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য গদ্দাম বেঙ্কটস্বামী। সেই থেকে এত কাল ২৪ আকবর রোডই কংগ্রেসের ঠিকানা। বহু চড়াই-উতরাইয়ের সাক্ষী। আগামী সপ্তাহে হতে চলেছে ঠিকানা বদল। ২৪ আকবর রোড থেকে ৯/এ কোটলা রোড।

ভারতে ৪ বছরের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সর্বনিম্ন

আপনজন ডেস্ক: নরেন্দ্র মোদি সরকার আভাস দিয়েছেন ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অনেকটাই কমে যেতে পারে। এবাবের জিডিপি গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার (৮ জানুয়ারি) প্রকাশিত ভারতীয় জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার উদ্বেগজনক। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ, চলতি অর্থবছরে কমে হতে চলেছে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ, যা কিনা গত ৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হবে। অবশ্য ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হওয়া নিয়ে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল। যদিও তাদের পূর্বাভাস ছিল, এই হার চলতি অর্থবছরে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে। তবে জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর বলছে, তার থেকেও কম হবে প্রবৃদ্ধির হার। এই বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সার্জ শমেম্যান

জাস্টিন ট্রুডোকে যে কারণে কানাডার মনে রাখতে হবে

রাজনীতির পেন্ডুলাম বা দোলক কখনো থেমে থাকে না। আজকে যা উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস এনে দেয়, কাল সেটিই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জাস্টিন ট্রুডোর এটি জানা উচিত ছিল। কারণ, তাঁর বাবা পিয়েরে ট্রুডো কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৫ বছর শাসন করার পর তাঁর ক্যারিশমা ও প্রগতিশীল নীতির প্রতি জনমনের ক্লান্তি দেখে ১৯৮৪ সালে পদত্যাগ করেছিলেন।

অনেক দিন ধরেই জাস্টিন ট্রুডোর কিছু সহকর্মী তাঁকে একটু 'তুষারের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে আসার' পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তুষারের মধ্যে হাঁটার কথাটি প্রতীকী। জাস্টিন একবার বলেছিলেন, তাঁর বাবা পিয়েরে ট্রুডো তাঁকে বলেছিলেন, তিনি (পিয়েরে ট্রুডো) একবার তুষারঢাকা পথে হাঁটতে হাঁটতে গভীর চিন্তা করেছিলেন এবং সে সময়ই পদত্যাগ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন।

এ ইঙ্গিত দিয়ে জাস্টিন ট্রুডোর সহকর্মীরা আসলে তাঁকে বলতে চাইছিলেন, তিনি যেন নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করার মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন।

২০১৫ সালের নির্বাচনে জাস্টিন ট্রুডো প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। হার্পার ছিলেন এক কঠোর রক্ষণশীল নেতা। সেই নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না; সেটি ছিল কানাডার জাতীয় পরিচয়ের ওপর একটি গভীর বিতর্ক।

জাস্টিন ট্রুডো যখন কানাডার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তরুণ (৪৩ বছর বয়স), আকর্ষণীয় এবং নতুন উদ্দীপনায় ভরপুর ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর আগমন একধরনের আশার বাতাস নিয়ে এসেছিল, যেমনটি তাঁর বাবা পিয়েরে ট্রুডোর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তাঁর বাবা কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনগণের কাছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

জাস্টিন ট্রুডো তাঁর রাজনৈতিক মন্ত্র বা স্লোগান হিসেবে 'সানি ওয়েজ' বা 'উজ্জ্বল পথ' অনুসরণ করেছিলেন। এটি একটি ইতিবাচক ও আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিল। এর মধ্য দিয়ে তিনি কানাডার ভবিষ্যৎকে আরও প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ট্রুডোর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি আসলে সেই আদর্শের পুনর্জাগরণ ছিল, যা ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে লিবারেল পার্টি গ্রহণ করেছিল। এ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বহুসংস্কৃতিবাদ, দ্বিভাষিকতা, সমানাধিকার ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মতো বিষয় ছিল। কিন্তু তাঁর বাবার শাসনের পর লিবারেল পার্টির কিছু উত্তরসূরি সেই প্রগতিশীল নীতিগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

জাস্টিন ট্রুডো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সেই হারিয়ে যাওয়া প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি আবার ফিরিয়ে আনবেন এবং কানাডাকে একটি অধিকতর উদার ও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। এটি তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল।

২০১৫ সালের নির্বাচনে জাস্টিন ট্রুডো প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। হার্পার ছিলেন এক কঠোর রক্ষণশীল নেতা। সেই নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না; সেটি ছিল কানাডার জাতীয় পরিচয়ের ওপর একটি গভীর বিতর্ক।

গাই লসন নিউইয়র্ক টাইমস-এ লিখেছিলেন, 'কানাডীয় হওয়ার মানে আসলে কী হওয়া উচিত' তা বোঝানোই ট্রুডোর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল। ট্রুডো তাঁর প্রচারে একটি প্রগতিশীল কানাডার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি কানাডাকে একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী, দ্বিভাষিক ও বহুসংস্কৃতিবাদী দেশ হিসেবে পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

শুরুতে জাস্টিন ট্রুডোকে খুবই জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল নেতা হিসেবে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শাসনধারা নিয়ে কানাডার জনগণের মনোভাব বদলে যেতে শুরু করল। জনগণ তাঁকে 'বামে' বেশি ঝুঁকে পড়া নেতা হিসেবে দেখতে শুরু করল। বিশেষ করে, জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি ও বাসস্থানের সংকটের জন্য তারা ট্রুডোকে দায়ী করতে শুরু করল।

অনেকের মতে, জাস্টিন ট্রুডোর শিথিল অভিবাসননীতির কারণে দেশে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, যার প্রভাব অর্থনৈতিক ও বাসস্থানসংকটের ওপর পড়েছিল। কোভিড মহামারিও জাস্টিন ট্রুডোর জনপ্রিয়তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। এ সময় তাঁর সরকারের করণীয় ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা বাড়ে। পাশাপাশি রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি ও ট্রুডোর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা (যেমন তাঁর স্ত্রী থেকে আলাদা হওয়া) তাঁর ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

যদিও জাস্টিন ট্রুডো ও তাঁর পরিবার ঘিরে অনেক সমালোচনা হয়েছে এবং তাঁর শাসনকালের শেষে জনপ্রিয়তা কমে গেছে; তবে তাঁর কাজগুলো ভুল ছিল না। বরং যে উদ্দেশ্য ও নীতি নিয়ে তিনি কাজ করেছিলেন, সেগুলো কানাডার পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্রুডো ও তাঁর বাবার সমর্থিত অনেক নীতি (যেমন প্রগতিশীল মূল্যবোধ, বহুসংস্কৃতিবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার) এখন কানাডার মূল পরিচয় হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং ট্রুডোকে বিদায় জানানোর আগে তাঁর শাসনকালের সেরা মুহূর্তগুলো পুনরায় স্মরণ করা উচিত।

সার্জ শমেম্যান নিউইয়র্ক টাইমস-এর সম্পাদকীয় পর্ষদের সদস্য

নিউইয়র্ক টাইমস থেকে নেওয়া, অনুবাদ

প্রথম নজর

অঙ্গনওয়াড়ি সহায়ক ও কর্মীদের সিডিপিও অফিসে ডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: অনারিয়াম, অ্যাডিশনাল অনারিয়াম বৃদ্ধি করতে হবে।নতুন শিক্ষা আইন অবিলম্বে চালু করতে হবে। জোর করে, ভয় দেখিয়ে কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সম্মানের সাথে কাজ করার পরিবেশ দিতে হবে। সকলের জন্য পেনশন গ্রাচুয়িটি চালু করতে হবে। ৬৫ বছরে ছাঁটাই হওয়ার সময় সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।জীবন বীমা ও স্কলারশিপ দিতে হবে। পরিচয় পত্র দিতে হবে।ডিম -সবজি- জ্বালানির খরচ বাজার দর অনুযায়ী দিতে হবে। সুপারভাইজার পদে সরকারি আদেশ নামা অনুযায়ী ৫০ শতাংশ পদে প্রমোশন দিতে হবে এরূপ বেশ কয়েকদফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয় পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনাওয়ারী কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির খয়রাশোল ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বুধবার খয়রাসোল ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের নিকট। উক্ত দাবি দাওয়া সম্বলিত প্লে কার্ড সহকারে এক বর্ণাঢ্য মিছিল খয়রাসোল এলাকা পরিক্রমা করে সিডিপিও অফিসের সামনে জমায়েত হন । সেখানে অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও সহায়িকাদের কর্মক্ষেত্র সহ বিভিন্ন স্থানে তাদের অসুবিধার কথা তুলে ধরা হয় বক্তব্যের মাধ্যমে। পাশাপাশি চাকরিতে স্থায়ীকরণ, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়ে সিডিপিওর হাতে তুলে দেন।দাবি-দাওয়া গুলি যত্ন সহকারে সিডিপিও দেখেন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন বলে সংগঠনের পক্ষে বর্ণালী গড়াই ,শান্তনা গড়াই, বিউটি চ্যাটার্জী, নীলিমা ব্যানার্জি প্রমুখ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকাগণ জানান।

‘ফুড ফেস্টিভ্যাল’ দিয়ে ছাত্র সপ্তাহের সমাপ্তি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● দুর্গাপুর

আপনজন: নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক), দুর্গাপুরে আজ ছাত্র-ছাত্রী সপ্তাহ ২০২৫-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত “মিট দ্য আইকন” এবং “ফুড ফেস্টিভাল” দুইটি আকর্ষণীয় কর্মসূচি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় পাল (ডব্লুবিসিএস এক্সি), অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিক্ষা), পশ্চিম বর্ধমান এবং আব্দুল কালাম আজাদ, কমিশনার, দুর্গাপুর পৌর কর্পোরেশন। অতিথিরা তাদের বক্তব্যে শিশুবিবাহ প্রতিরোধ এবং যুবসমাজকে ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পথনির্দেশ প্রদান করেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার আহ্বান জানান।

“ফুড ফেস্টিভাল” অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচালনায় মোট ৩০টি স্টল সাজানো হয়েছিল। প্রতিটি স্টলে বিভিন্ন ধরণের সুস্বাদু খাবারের প্রদর্শনী ও বিক্রয় হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. কালিমুল হক জানান, “ছাত্র-ছাত্রী সপ্তাহ আমাদের বিদ্যালয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের গুণাবলী গড়ে তুলতে সাহায্য করে।”

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে দেওয়াল পত্রিকার সূচনা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের উদ্যোগে উদ্বোধন হল বিভাগীয় দেওয়াল পত্রিকা “আল-নূর”। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক মন্ডলীদের দ্বারা ‘বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে দেওয়াল পত্রিকাটির উদ্বোধন করেন কলা ও অর্থনীতি বিভাগের ডিন প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়। বুধবার বেলা ১২ টা নাগাদ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এর পর শুরু হয় বক্তব্যের পালা। যেখানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কলা ও অর্থনীতি বিভাগের ডিন প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফারসি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আশরাফ আলী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শামীম নিজামী, সহকারী অধ্যাপক ডঃ আলমগীর, অতিথি প্রভাষক ডঃ মাসুম বিল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁওতালি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক তনুশ্রী মুর্মু সাঁওতালি ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আরবি বিভাগের গবেষক নিয়াজ আলী। শামীম নিজামীর সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মানুষ চাইনি তাই হেরেছি, এতে কোনও আফশোস নেই: অধীর

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের পর আবারো বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে আবারও মাঠে নেমে আন্দোলন শুরু কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর। এবার মুর্শিদাবাদের রানীনগরে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে কর্মী সম্মেলন করলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী।

বুধবার দুপুরে রামনগর ডি এন ক্লাবের মাঠে রানীনগর-২ ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই কর্মী সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রানীনগরের প্রাক্তন বিধায়ক ফিরোজা বেগম,ব্লক কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতাজ বেগম হীরা,জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর ফকির সহ অন্যান্য ব্লক ও অঞ্চল নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও রানীনগর-২ ব্লকের অন্তর্গত নটি অঞ্চলের কর্মী সমর্থকরা দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে এই কর্মী সম্মেলনে সামিল হয়েছিল। এই সভায় অধীর চৌধুরী বলেন, ভোটে হারজিত আছে, মানুষ চাইনি তাই আমি হেরেছি, এটাতে আমার কোন আফশোস নেই। বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতির জন্য আমি হেরেছি। কিন্তু মানুষের পাশে সব সময় ছিলাম আছি থাকব আমি। এছাড়াও তিনি সম্প্রতি বাংলাদেশের সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ নিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলেন। বিজেপি ও তৃণমূলকে ওয়াকফ বিল নিয়ে একাধিক ভাষায় আক্রমণ করেন এদিনের কর্মী সম্মেলে বক্তব্য দিতে গিয়ে,তিনি আরো বলেন তৃণমূল যদি সত্যিই মুসলিম দরদী হয় তাহলে মুসলিম সম্প্রদায়ের যেসমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে সেই সম্পত্তির হিসেব কেন দিচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, বিধানসভা রয়েছে ওয়াকফ সম্পত্তি এর উপর এই সম্পত্তির মালিক আল্লাহ তাই ওই সম্পত্তি কে কেও বেদখল করে নিবে ইচ্ছা মত সেটা হতে দেওয়া হবে না ।আমরা ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি আর করে যাবো।

শৌচালয় নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: এবার রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েতে শৌচালয় তৈরি নিয়ে আর্থিক দুর্নীতির প্রশ্ন তুলছেন আন্দুলপোতা গ্রামের মানুষ। আন্দুলপোতা মেছোঘেরি এলাকায় আন্দুলপোতা পর্যটকদের জন্য একটি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে, সেই শৌচালয় নিয়ে গ্রামবাসীর বললেন,এই শৌচালয়টি তৈরি করতে খুব বেশি হলে ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ হবে আনুমানিক। কিন্তু এই শৌচালয় তৈরি করতে খরচ দেখানো হয়েছে ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৩৫ টাকা। যদিও সোস্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনা ভাইরাল হতেই এই শৌচালয়ের ছবি এবং বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ দেখে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এই শৌচালয় নির্মাণের খবরের সত্যতা নজরে এলো প্রকাশ্যে। দেখা গেল, বসিরহাট -২নং ব্লকের রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্দুলপোতা গ্রামে তৈরি করা হয়েছে জোড়া শৌচালয়। শৌচালয়টির উচ্চতা হবে প্রায় পাঁচ ফুট।একটি মানুষ কোনক্রমে শৌচালয় ব্যবহার করতে পারে তেমনি লম্বা এবং চওড়া। ভিতরের অংশে টাইলস দিয়ে মোড়া হয়েছে। আরও নজরে এল শৌচালয়ের গায়ে লাগানো হয়েছে বোর্ড। হলুদ রঙের উপর লাল রঙ দিয়ে লেখা হয়েছে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। অর্থবর্ষ ২০২৪-২০২৫। কাজের মান উল্লেখ করা হয় আন্দুলপোতা পর্যটন কেন্দ্রে শৌচালয়।বোর্ডে প্রকল্পের কোড নং হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ৮৯৫৬২০৬১। অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ ২ লক্ষ ৪৯হাজার ৬২৫টাকা। ঠিকাদার লেখা হয়েছে সুজিত মণ্ডল। রূপায়নে রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই বিষয়ে বসিরহাট -২ ব্লকের বিডিও সৌমিত্র প্রতীম প্রধানকে ফোন করা হলে তিনি কিছুই জানাতে চাননি। এদিন এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েত প্রধান সমীর বাছাড় বলেন, এটা বিরোধীদের চক্রান্ত, বিরোধীরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে সবসময়, যদিও এই বিষয় নিয়ে আমি এইমাত্র শুনলাম,আমি খোজ নিয়ে দেখছি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সালাউদ্দিন ঘরামি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি, শৌচালয় নিয়ে যেভাবে দুর্নীতি হচ্ছে সে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি চাইবো এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত হোক যারা দোষী অবশ্যই সাজা পাক। এবং ঘটনাকে প্রশাসনের আওতায় নিয়ে আসা হোক। এই বিষয় নিয়ে বিরোধী দলের পলাশ সরকার বলেন, তৃণমূলের জামানায় দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে। আমি চাই তদন্ত হোক।

পি বি সেলিম ও শাকিল আহমেদের মাধ্যমে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ মিলন মেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত বৈচিত্র্যের মাঝে মহামিলন উৎসবের মঞ্চে ৫ জানুয়ারি কবি গোলাম রসুল-এর কাব্যগ্রন্থ ‘একটা কালো বই’ উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের চেয়ারম্যান ড. পি বি সেলিম ও ডিরেক্টর শাকিল আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন উদার আকাশ প্রকাশনের প্রকাশক ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক ফারুক আহমেদ। উদার আকাশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে মূল্যবান কাব্যগ্রন্থটি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবছরেও পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম মিলন উৎসবের আয়োজন করেছিল, যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ৩ জানুয়ারি, ২০২৫। বৈচিত্র্যের মাঝে মহামিলন উৎসবের সূচনা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এবং কলকাতা পুরসভার মেয়র, জনাব ফিরহাদ হাকিম। বিশেষ অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাভেদ আহমেদ খান, জনাব সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, সাংসদ জনাব নাদিমুল হক ও প্রাক্তন সাংসদ জনাব আহমেদ হাসান ইমরান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী জনাব মহম্মদ গুলাম রব্বানি, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের ডিরেক্টর শাকিল আহমেদ। মিলন উৎসবে জোর দেওয়া হয়েছিল জব ফেয়ার ও কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের উপর। এদিন জব ফেয়ার থেকে ২৯৯ জন সরাসরি চাকরি পেলেন। প্রতিদিন উচ্চ মানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রক্তদান কর্মসূচি সফল হয়েছে। মিলন উৎসব হাজার হাজার মানুষের মনে দাগ কেটে গিয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানে জেলা বইমেলার সূচনা

জে এ সেখ ● মেমারি

আপনজন: “ভাষা দিয়ে সম্প্রীতি গড়বো” - বার্তা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ আয়োজিত অষ্টম পূর্ব বর্ধমান জেলা বইমেলা শুরু হল মঙ্গলবার থেকে। জানা গেছে, মেমারি থানার পাহাড়হাটির গোলাপমনি হাইস্কুল মাঠে চলা বইমেলার স্টল প্রতিদিন বেলা ১২.৩০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। মেলা চলবে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার বিপুল বইয়ের সম্ভার সহ মেলার বিভিন্ন দিনে আলোচনা সভা, কবি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জেলা বইমেলার অন্যতম আকর্ষন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, স্বপন দেবনাথ, জেলা শাসক আয়েশা রাণী এ. ,পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ-সভাপতি গার্গী নাহা, কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার, মেহবুব মন্ডল,পুলিশ সুপার সায়ক দাস, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, মধুসূদন ভট্টাচার্য, নিশীথ কুমার মালিক, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক নির্মাল্য অধিকারী প্রমুখ। গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জানান, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার সভ্যতা, বাংলার বিকাশ - একে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তিনি পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে বইয়ের আলমারি রাখার আহ্বান জানান।

বারুইপুরের গ্রামে সরকারি উদ্যোগে শুরু প্রাইমারি স্কুল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: সরকারি উদ্যোগে বারুইপুরের গ্রামে চালু হল এই প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়। খুশি এলাকার অভিভাবকেরা। আশপাশের গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলে ও এই গ্রামে ছিল না কোন স্কুল। এখানকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রেও অনেক পিছিয়ে পড়তে হচ্ছিল। শিক্ষার বিকল্প কিছু নেই। সেই কথা মাথায় রেখে গ্রামে প্রথম চালু হলো প্রাইমারি স্কুল। যেভাবে রাজ্যজুড়ে একের পর এক প্রাথমিক স্কুল বন্ধের মুখে। তার মধ্যেই নতুন একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুল শুরু হল বারুইপুরের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের কদমপুরে। প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০১৩ সালে স্কুলটি অনুমোদন পায়। ভবন তৈরির কাজও শুরু হয়ে যায়। তারপর নানা কারণে স্কুল শুরু হয়নি। অবশেষে নতুন বছরে স্কুল টি চালু হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষে থেকেই স্কুলের পঠন পাঠন শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে বলে স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে।অন্যস্কুল থেকে একজন শিক্ষককে এনে আপাতত এই স্কুলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শীঘ্র স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করার কথা জানানো হয়েছে। চালু করে দেওয়া হবে মিড ডে মিলও।

এব্যাপারে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন হয়েছে।শিক্ষা সমাজের মেরুদণ্ড।তাই ওই এলাকায় একটি স্কুলের প্রয়োজন ছিলো। তাই এই স্কুল চালু হওয়ায় আমি খুশি।আর এই এলাকায় স্কুল চালু হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাবিত্রী বাই ফুলের জন্ম জয়ন্তী পালন জয়নগরে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● জয়নগর

আপনজন: সাবিত্রীবাই ফুলের ১৯৪ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগরের দক্ষিণ বারাসাতের নুরুল্লাপুর গ্রামে। সুন্দরবন বাবা সাহেব ওমেন এ্যাড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় অনুষ্ঠান টি।

১ থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে ৩ দিনের জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। প্রথম দিনে সাবিত্রীবাই ফুলের জীবনীর উপর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা। তৃতীয় দিনে মূল অনুষ্ঠান টি হয়। এদিন পথযাত্রা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন স্বস্তি সরদার ভৌমিক, দিলীপ গায়েন, শচীন্দ্র মন্ডল, অভিজিৎ মন্ডল, এম এম আব্দুর রহমান প্রমুখ। এম এম আব্দুর রহমান সাবিত্রীবাই ফুলে এবং ফতেমা শেখ কে বিদ্যালয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির দাবি তোলেন।

নাবাবীয়া মিশনে পায়ে হেঁটে হজে যাওয়া শিহাবকে ঘিরে উচ্ছ্বাসের বন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বুধবার হুগলি জেলার খানাকুলের নাবাবীয়া মিশনের এক অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা পেলেন পায়ে হেঁটে হজে যাওয়া তরুণ শিহাব চত্তুর। কেরালা রাজ্যের জেলা মালাপপুরাম শহরে বাসিন্দা মুসলিম যুবক শিহাব চত্তুর। তিনি ৩৭০ দিনে ৮ হাজার ৬৪০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে তিনি পবিত্র মক্কায় পৌঁছে ছিলেন ২০২৩ এর জুন মাসে। এই পথ পাড়ি দিতে তিনি পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত অতিক্রম করেছিলেন। শিহাব চত্তুর কেরালার মেলাপপুরাম জেলার বাসিন্দা। শিহাব একটি সুপার মার্কেট পরিচালনা করেন। ছোটবেলা থেকেই পায়ে হেঁটে হজ করা হাজিদের গল্প শুনে বড় হয়েছেন। সেজন্য তার ইচ্ছা ছিল পায়ে হেঁটে হজ করার। ২০২২ সালের ২ জুন হজ করার উদ্দেশ্যে তিনি পায়ে হেঁটে মক্কায় যাওয়ার জন্য বের হন। ২০২৩ সালের জুন মাসে মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। সৌদি আরবে প্রবেশের পর শিহাব মদিনা যান।

তাঁর এই যাত্রা সফল হতেই আলোচনার শীর্ষে আসেন তিনি। তাঁকে নিয়েই নাবাবীয় মিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মিশনের সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার। ফুল দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। মিশনের একটি কর্মসূচির উদ্বোধনও করেন শিহাব। নাবাবীয়া মিশনের মধ্যে সংবর্ধনা মঞ্চে শিহাব চত্তুর বলেন, যুবক বয়সে হজ, উমরাহ যাওয়ার নিয়ত করা দরকার। নামাজের পাবন্দি আর আল্লাহর ইবাদত করলেই সব ইচ্ছা সফল হবে। তিনি হুগলির প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত নাবাবীয়া মিশনের সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবরের ভূমিকার প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে মিশনের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই মিশনে এখন ৮০০ পড়ুয়া। আর এখান থেকে প্রায় ৩০০ ডাক্তার ছাত্রছাত্রী বেরিয়েছে। এখান থেকে হাফেজ, নামাজি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবেন বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন। শিহাব চত্তুরের উদ্দীপক ভাষণ নাবাবীয়া মিশনের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকবৃন্দকে মোহিত করে। তাকে ঘিরে ছিল মিশন জুড়ে বিশাল উন্মাদনা।

অরঙ্গাবাদে মারা যাচ্ছে একের পর এক কুকুর

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সুস্থভাবে চলাফেরা করতে করতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে পথচারী কুকুর। অচল অবস্থায় অসুস্থ হয়ে রাস্তার ধারেই দিন দুয়েক পড়ে থাকার পর মৃত্যু হচ্ছে কুকুরগুলোর। মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অরঙ্গাবাদ মোমিনপাড়া রাজ্য সড়কের আশপাশে সপ্তাহখানেকের মধ্যে প্রায় ১৫ টিরও বেশি কুকুরের মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থ হয়ে রাস্তার ধারে শুয়ে রয়েছে আরো অন্ততপক্ষে পাঁচটি কুকুর। কিন্তু হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ কি, কোন রোগে মারা যাচ্ছে কুকুর, নির্দিষ্ট একটি এলাকাতেই কুকুরের এভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অবাক হচ্ছেন এলাকাবাসীরা। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের নজরে এনেছেন বাসিন্দারা। যদিও কোনরকম পদক্ষেপ লক্ষ করা যাচ্ছে না পশুপালন দপ্তরের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ঠাণ্ডার এই মরশুমে সুস্থ অবস্থায় বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়ছে কুকুর গুলো। তারপর আর উঠতে পারছে না। খাবার দিলেও খেতে পারছে না। দিন দুয়েক একই ভাবে শুয়ে থাকার পর মৃত্যু হচ্ছে কুকুর গুলোর। পচা দুর্গন্ধের ভয়ে নিজেরাই দূরে ফেলে আসছেন মৃত কুকুর গুলোকে। প্রশাসনকে জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। দিন কয়েক আগে সুতি থানার পুলিশ অসুস্থ কুকুর গুলো দেখে গেলেও কোন ব্যবস্থা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনকে নজর দেওয়ার দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন সুতি থানা এলাকার মোমিনপাড়ার বাসিন্দারা।

দেগঙ্গায় স্কুলে সাড়ম্বরে ফুড ফেস্টিভ্যাল

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বুধবার ফুড ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হল দেগঙ্গা ব্লকের সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপুর পরশমনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এই ফুড ফেস্টিভ্যালের বিশেষত্ব হল ছাত্রছাত্রীরাই মোমো, পিঠেপুলি, সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করেছে। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আজিজার রহমান, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ওজিদুল হক সাহাজি,শুভঙ্কর ঘোষ এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ বিশিষ্টজনেরা।

الدعوة
দাওয়াত

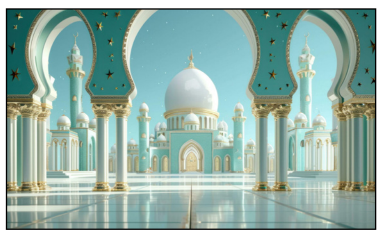

◆ মিথ্যা সত্য ও সুন্দরকে কলুষিত করে
◆ সুন্নত নামাজের গুরুত্ব ও প্রতিদান
◆ ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা-বিপদাপদ
◆ মেরাজুন্নবী: গুরুত্ব, তাৎপর্য ও শিক্ষা

মিথ্যা সত্য ও সুন্দরকে কলুষিত করে

জাফর আহমাদ

মিথ্যা একটি সুস্পষ্ট জুলুম। যেই ক্ষেত্রেই হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যা সত্য, সেটিই হক এবং সেটিই তার প্রকৃতি। মিথ্যা হককে খর্ব করে। মিথ্যার কারণে সত্য তার সুন্দর প্রকৃতি অনুযায়ী প্রস্ফুটিত হতে পারে না। সত্যের আলো থেকে সবাই বঞ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ এক ও একক। তিনি লা-শারিক, তাঁর কোনো শরিক নেই। 'তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'। এটি আল্লাহর ইজ্জত। এটি একটি সত্য ও স্বাভাবিক কথা এবং এটি প্রকৃতিরও দাবি। এটি আল্লাহর হক। এ হক থেকে বঞ্চিত করা জুলুম। যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো শক্তিকে শরিক করে তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। আর যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে মূলত এক মস্তবড় জালেম। আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'নিশ্চয় শিরক একটা বড় জুলুম।' (সূরা লোকমান) এমনিভাবে কুফুরিও একটি মিথ্যা। কুফরি মানে সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আড়াল করা। যেমন : আরবিতে কৃষককে ভাবার্থে কাফের বলা হয়, কারণ কৃষক জমিতে বীজ বপনের পর মই-এর মাধ্যমে বীজকে মাটি চাপা দেয় বা মাটিতে লুকায়। কাফের ব্যক্তিও আল্লাহকে অস্বীকারের মাধ্যমে একটি সত্যকে মিথ্যার মাধ্যমে আড়াল করে থাকে। তাই কুফুরিও একটি মিথ্যা। যারা কুফুরি ও শিরক করে তারা মিথ্যা ছাড়া কুফরি বা শিরক করতে পারে না। মিথ্যা একটি শক্তিশালী আণবিক বা জীবাণু বোমার চেয়েও মারাত্মক। একটি আনবিক বোমা একটা নির্দিষ্ট সময় এবং একটা নির্দিষ্ট আওতাধীন সব কিছুকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু মিথ্যা আরো অধিক কার্যকর ও আরো অধিক বিধ্বংসী। এটি এমন এক নীরব ঘাতক, যা দীর্ঘ সময় ধরে অধিকতর ব্যাপক স্থানজুড়ে সার্বিক ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এটি আরো অসংখ্য নিত্যনতুন উপসর্গের জন্ম দেয়। যার দরুন মিথ্যার একান্তই কোনো ক্ষতি বা অপকারের কথা কেউ সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারবে না। এমনকি মিথ্যুক নিজেও জানে না এর পরিধি কতটুকু। মিথ্যুক একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে মিথ্যার বেসাতি ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু মিথ্যাটি মিথ্যুকের কার্য বাস্তবায়ন ছাড়াও অসংখ্য নতুন নতুন অঘটন ঘটিয়েছে, যেগুলোর আশা মিথ্যুক নিজেও কখনো করেনি। স্রেফ একটি মিথ্যাকে কেন্দ্র করেই কত সুখের ঘর ভেঙে গেছে, কত মানুষ জুলুমের শিকার হয়েছে, কত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ মিথ্যার আগুনে ধ্বংস হয়েছে, কত অধিকার বিনষ্ট হয়েছে তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে? কত শত লোক নিহত হয়েছে। কত মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছে, কত শিশু ইয়াতিম হয়েছে, তার হিসাব কে দেবে ? এখানেও মিথ্যা সঠিক পরিসংখ্যানকে আড়াল করে রেখেছে।

মিথ্যা সত্য-সুন্দরকে কলুষিত ও বিকৃত করে। ন্যায়-ইনসাফকে উল্টে দেয়। নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়। চারিত্রিক সৌন্দর্যকে করে কলুষিত। মানবতা ও মনুষত্ব বিপন্ন হয়। নিয়ম ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শিত হয়। গণতন্ত্রের সদর দরজাকে বন্ধ করে দিয়ে মানুষের অধিকারকে হরণ করা হয়। সর্বত্র চালু হয় জুলুমতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র। সর্বক্ষেত্রে ভাঙন আর ভাঙনের রাজত্ব চালু হয়। প্রত্যেকটির জিনিসের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে বিগড়ে দেয়। সুকুমার বৃত্তিগুলো অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়ে যায়। দুরাচার-দুর্বৃত্ত সমাজ ও সভ্যতাকে গ্রাস করে। দেশের সম্মানিত মানুষগুলো অসম্মানিত হয়। ভালো কাজের অবমূল্যায়ন হয়।

মিথ্যা বলা কবিরা গুনাহ এবং সুস্পষ্ট জুলুম। রাসূল সা: বলেছেন : 'আমি কি তোমাদের সর্ববৃহৎ কবিরা গুনাহ সম্পর্কে বলব না? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা ও মা-বাপের নাফরমানি করা। তারপর তিনি ঠেস দিয়ে বসে বলেন, ওহো! মিথ্যা কথা। তিনি বারবার তা বলতে লাগলেন আর আমরা ইচ্ছা করেছিলাম যদি তিনি চুপ হতেন।' (বুখারি-মুসলিম) অথচ এ মিথ্যাই আজ মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। সমাজের নিম্নস্তর থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব মিথ্যা রোগে আক্রান্ত। মৌখিক মিথ্যায় মন ভরে না, তা ছাড়া এটি কষ্টকর বিধায়

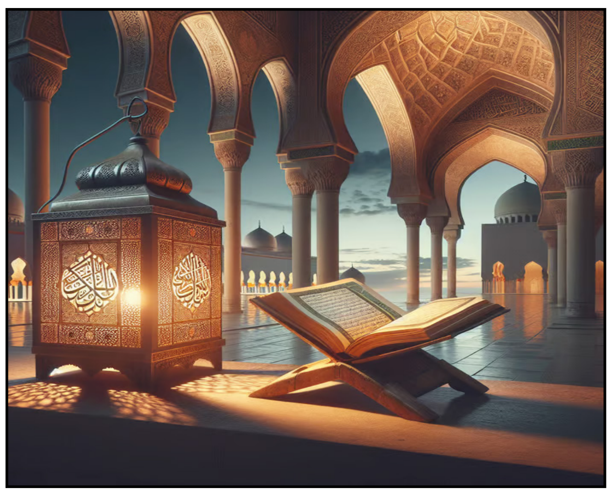

কোটি কোটি টাকা খরচ করে মিডিয়া স্থাপন করে মিথ্যাকে আরো ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যুগ যুগ ধরে যে মিডিয়া ছিল নীতি ও নৈতিকতার সূতিকাগার, সেখানে এখন অধিকতর মিথ্যুক ও হলুদ সাংবাদিকতায় যারা পটু তাদেরই নিয়োগ দেয়া হয়। এসব মিডিয়ার মাধ্যমে সবারই জানা একটি জ্যান্ত মিথ্যাকে বারবার প্রচারের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করে। রাজনৈতিক ময়দান! সে তো এক তিক্ত জগৎ। এটিও উচ্চ পর্যায়ের নীতি ও নৈতিকতার জগৎ ছিল। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর আদর্শহীন ও চরিত্রহীন তথা মিথ্যুকরা আজ সদলবলে এ স্থান দখল করে নিয়েছে। আল্লাহর ভয় বিন্দুমাত্র যাদের ভেতর নেই তারাই সমাজের নেতৃত্ব দেয়। আর এরাই রাজনীতির পবিত্র স্থানকে কলুষিত করেছে। এদের কারণেই আজ রাজনীতির প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভদ্র, সুশীল, সভ্য, সত্যবাদী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এ মাঠ ছেড়ে দিয়েছে। তাদের স্থান এখন অশিক্ষিত, শঠ ও মিথ্যুকরা দখল করে নিয়েছে।

এ অবস্থার কারণ হিসেবে কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকাকেই উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'যারা আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনের ওপর ঈমান আনে না তারাই মিথ্যা-প্রতারণা করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।' (সূরা নাহল : ১০৫) মনে রাখা প্রয়োজন, যারা মিথ্যা চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, আল্লাহ তাদের কখনো হেদায়াতের আলো দান করেন না। আজীবন মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'যে ব্যক্তি অপচয়কারী ও মিথ্যুক, আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেন না।' (আল-মোমেন : ২৮) মৃত্যুর পর আবার কঠিন আজাবের স্বাদ ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'কেয়ামতের দিন আপনি তাদের চেহেরা কালো দেখতে পাবেন, যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করেছে।' (সূরা যুমার : ৬০) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন : 'তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন করো। সত্যবাদিতা নেকির দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং নেকি বেহেশতের দিকে পথ দেখায়। ব্যক্তি সত্য বলতে বলতে এবং সত্যের ওপর ঠিকে থাকার চেষ্টা করতে করতে আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়। তোমরা মিথ্যা থেকে বাঁচো। মিথ্যা গুনাহের পথ দেখায় এবং গুনাহ দোজখে নিয়ে যায়। বান্দাহ মিথ্যা বলতে এবং মিথ্যার ওপর টিকে থাকার চেষ্টা করতে থাকলে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়।' (বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি) রাসূল সা: দীর্ঘ এক হাদিসের একস্থানে বলেছেন : 'এক রাতে স্বপ্নে আমি দু'ব্যক্তিকে দেখলাম। তারা আমার কাছে এসেছে। (তারা ফেরেশতা) তারা আমাকে বলল, আপনি যে লোকটির গাল চিরে দেয়া হচ্ছে দেখেছেন, সে মিথ্যাবাদী। তারপর সে আবার মিথ্যা বলবে এবং সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়বে। তারপর আবার তার চোয়াল চিরে দেয়া হবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।' (বুখারি)

মিথ্যাবাদী একজন পরিপূর্ণ মোনাফিকও বটে। কারণ মিথ্যুক তার উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য কপটতারই আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। আবু হোরায়রা রা: হতে বর্ণিত। রাসূল সা: বলেছেন : 'মোনাফেকের লক্ষণ তিনটি। সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, সে যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে আমানত রাখলে, তা খেয়ানত করে।' (বুখারি) মুসলিম শরিফে আরো একটু বেশি বর্ণিত আছে যে, 'যদিও সে নামাজ, রোজা করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে।' আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত। রাসূল সা:-এর কাছে মিথ্যার চেয়ে অন্য কোনো দোষ বেশী ঘৃণিত ছিল না।' (মুসনাদে আহমাদ) আবু হোরায়রা রা: হতে বর্ণিত। রাসূল সা: বলেছেন : 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। সে তিন ব্যক্তি হলো : বৃদ্ধ যেনাকারী, মিথ্যুক রাজা ও অহঙ্কারী ফকির-মিসকিন।' (মুসলিম) হজরত আলী রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'আল্লাহর কাছে মিথ্যা জিহ্বা সবচেয়ে বড় গুনাহ এবং সর্বাধিক নিকৃষ্ট অপমান হচ্ছে কেয়ামতের দিনের অপমান।' রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন : 'মিথ্যা সপূর্ণরূপে ত্যাগ না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমেন হতে পারবে না। এমনকি হাসি-ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা বলা উচিত নয়।' (মুসনাদে আহমাদ) আবু হোরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা:কে বলতে শুনেছি : 'মিথ্যা শপথের বচন দিয়ে পণ্যসামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে কিন্তু এতে বরকত বা কল্যাণ ধ্বংস হয়ে যায়।' (বুখারি)

কোনো শাসক যদি মিথ্যারোগে আক্রান্ত হয়, তবে তার শাসিত রাজ্যটি মিথ্যার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। চারদিকে চলে মিথ্যার বেসাতি। ফাসাদ বা বিপর্যয়ে দেশটি রসাতলে নিমজ্জিত হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানেই এ ধরনের মিথ্যাবাদী শাসককে আমরা দেখেছি সেখানে মানবতা, মানুষের মৌলিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত হতে দেখেছি। জুলুমতন্ত্র সমাজ ও সভ্যতাকে বিষিয়ে তোলে। মানুষ তখন আল্লাহর কাছে এ জালিম ও মিথ্যুক শাসক থেকে পরিত্রাণের ফরিয়াদ জানায়।

মুসলমানদের জীবনব্যবস্থা সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মুসলমান কখনো মিথ্যাকে আশ্রয় দিতে পারে না। কাফের ও মুশরিকের জীবনব্যবস্থা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার দৃষ্টিতে মিথ্যা বলা অবৈধ নয়। কারণ তার বিশ্বাসই মিথ্যা। সুতরাং সে যত পারে মিথ্যা বলে বেড়াক। কিন্তু প্রতিটি মুসলমানকে সর্বক্ষেত্রে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং সত্যের মৌখিক ও বাস্তব সাক্ষ্যদাতা হিসাবে দুনিয়াবাসীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে।

মুমিনের জীবন

মাসুম আলভী

জীবন যেখানে যেমন নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।' (সূরা আয-জারিয়াত : ৫৬) মুসলিম উম্মাহর জীবন চলার সংবিধান হলো কুরআন ও হাদিস। এই জীবনের ভিত্তি হলো ঈমান, আল্লাহর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মে তার প্রতিফলন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমার প্রতি যে কিতাব অহি নাজিল করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত করো এবং সালাত কায়েম করো। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর।' (সূরা আনকাবুত : ৪৫)

মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য : জীবন কোনো খেলতামাশা নয় বরং দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। রাসূল সা: বলেছেন, 'এই দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩২৩) একজন কৃষক উৎকৃষ্ট বীজ বপন করে কাঠফাটা রোদ আর বৃষ্টিতে ভিজে ফসলের আশা করে। কিন্তু নির্বোধ মানুষ আশা করে বীজ বপন না করে ফসল পাবার। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো পরকালীন মুক্তি লাভ। তাই তারা জীবনের প্রত্যেকটি কাজে ভারসাম্য ও দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ করো।' (সূরা কাসাস : ৭৭) মুমিন দুনিয়ার জীবন নিয়ে বিচলিত হয় না আর চিন্তিতও হয় না। সুখের সময় আনন্দে আত্মহারা না হয়ে বরং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বিপদ যখন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তখন ধৈর্যধারণ করে। রাসূল সা: বলেছেন, 'মুমিনের জীবন কত চমৎকার! সুখে কৃতজ্ঞ হয় এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করে।' (সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯)

মুমিনের পরিবার ও সমাজ : ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মূল ভিত্তি হলো পরিবার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, হঠাৎ কোনো আগন্তুক এসে পরিবার বা সমাজে সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সৈন্যের মতো পরিবার বা সমাজে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যের লাশ যেমন অশ্ব পদদলিত করে একইভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহার, বিজাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা মুসলিম উম্মাহর অন্তরে লালিত সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। প্রত্যেক মুমিন পরিবার ও সমাজের অভিভাবক এবং দায়িত্বশীল। তাই তাদের উচিত, পরিবার ও সমাজে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা লালন এবং পরিবার ও সমাজকে সঠিকপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করা। রাসূল সা: বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকে এক একজন রক্ষক এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।' (সহিহ বুখারি : ৮৯৩) সমাজে প্রচলিত অন্যায়, ব্যভিচার, সুদ, সাইবার প্রতারণা, ইভটিজিং, মাদক, সন্ত্রাসসহ সব অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ আজাব প্রদানে কঠোর।' (সূরা মায়িদা : ২) পরিবার ও সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখতে সত্যের বহুল প্রচলন ঘটাতে হবে। কারণ সত্য সুন্দর, সুন্দরই সত্য। রাসূল সা: বলেছেন, 'সত্য বলো, কারণ সত্য সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, আর সৎকর্ম জান্নাতে নিয়ে যায়।' (সহিহ মুসলিম : ২৬০৭) আর ইবাদত হলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রতীক। এজন্য ইবাদত একা আদায় নয় বরং পরিবার ও সমাজজীবনে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা। যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

জীবন যেমন হবে : কাছে দুনিয়া কোনো প্রমোদ ভ্রমণ নয়। কারণ তারা জানে, দুনিয়া চিরস্থায়ী আবাসভূমি বা রঙ্গমঞ্চ নয় বরং মৃত্যু সুনিশ্চিত। মৃত্যুপরবর্তী জীবনে দুনিয়ার কর্মফলের হিসেব-নিকেশ করে জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারণ হবে। তাই তারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহ, আনন্দ ও উল্লাস থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর 'অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।' (সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৮৫) মুমিন দুনিয়ার ক্ষণিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে যা মানুষকে দুনিয়ার ধোঁকা আর অন্যায় থেকে বিরত রাখে। একই সাথে কুরআন ও হাদিসের আলোকে নিজেদের জীবন ঢেলে সাজানোর জন্য প্রাণান্তকর লড়াই করে নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। আর গাফিলরা দুনিয়ার স্বাদ উপভোগে মত্ত হয় এবং সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে দান-সদকা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ মুসাফিরের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পূর্ণ সময় ও সম্পদ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য ব্যয় করে দুনিয়ার কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি আর অনাবিল শান্তির পথ সুগম করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি তোমাদের যে রিজক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগে। কেননা তখন সে বলবে, হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে আরো কিছু কাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান-সদকা করতাম। আর সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' (সূরা মুনাফিকুন : ৯-১০) মুসলিম উম্মাহর জীবনব্যবস্থা হলো কুরআন ও হাদিসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম, যা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সুনিশ্চিত করে। জীবন কোনো নাটক নয় যে ইচ্ছে হলে চরিত্রের পরিবর্তন করে নতুনরূপে হাজির হবে। জীবনের প্রত্যেকটি সময় শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য একবারই আসে। তাই সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বয় সাধন করা বড়ই শক্ত। আর দুনিয়ার মোহ মানুষকে অন্ধ আর বধির করে দেয়। যা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। আর মুসাফিরের মতো জীবন মানুষকে ধোঁকা ও প্রলোভন থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহর আনুগত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। মুসাফিরের চিন্তা অন্তরে জাগ্রত থাকলে দুনিয়া ও আখিরাতে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন সম্ভব। হযরত ইবনে ওমর রা: বর্ণনা করেন, 'একদিন রাসূল সা: আমার বাহুমূল শক্ত করে ধরে বললেন, দুনিয়ায় (জীবন) এমনভাবে কাটাও; যেন (দুনিয়ায়) তুমি একজন পথিক বা মুসাফির। এ কারণেই হজরত ইবনে ওমর রা: প্রায়ই বলতেন, 'যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে; তখন সবার জন্য অপেক্ষা করো না। আর যখন সকাল হয়ে যায় তখন সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করো না। সুস্বাস্থ্যের দিনগুলোতে রোগ-ব্যাধির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আর জীবিত থাকাকালে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।' (বুখারি) মুসলিম উম্মাহ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দেয় না বরং কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ব্যক্তি জীবন, পরিবার ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই করে।

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা-বিপদাপদ

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

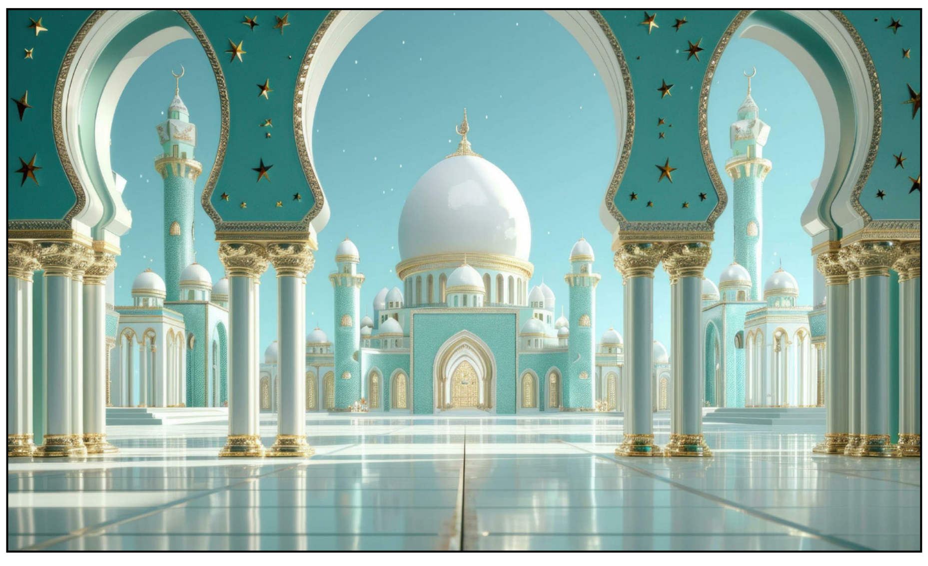

মুমিন বলা হয় যিনি মনে-প্রাণে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূলগণ, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, পরকাল, তাকদিরের ভালোমন্দ ও পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেন। ফলে মুমিন কঠিন বিপদেও অধৈর্য হয় না, ভেঙে পড়ে না এবং দুর্বল হয় না। আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলদেরও বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন।

বিপদাপদে মুমিনের ঈমান বাড়ে : একশ্রেণীর মানুষ বিপদাপদে ঈমানহারা হয়। তারা বলে এই কারণে বিপদ এসেছে, অমুক বিপদ সৃষ্টি করেছে, অমুকের অন্যায়ের কারণে বিপদ এসেছে, অমুকের পাপের কারণে এই মুসিবত এসেছে। ভালো-মন্দ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। বিপদাপদ এলে মুমিন আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে ডাকে, তাঁর কাছে দোয়া করে, শেষ রাতে উঠে নামাজ পড়ে, কান্নাকাটি করে। মুমিন মনে করে এ বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মুক্তি দিতে পারেন। এতে মুমিনের মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, সিজদা করো এবং আমার নিকটবর্তী হও। (সূরা আলাক : ১৯) মুমিন অধিক পরিমাণে ইবাদত করার ফলে আল্লাহর কাছে চলে যায় এবং তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে যায়। আর বিপদাপদ থেকেও মুক্তি লাভ করে।

বিপদাপদ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে : পৃথিবীর কোনো কাজ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া হয় না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, কোনো পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোনো শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকারে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (সূরা আন আনয়াম : ৫৯)। আরো ইরশাদ করেন, যে শহর উৎকৃষ্ট তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয়। (সূরা আরাফ : ৫৮) আরো ইরশাদ করেন, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারো উপর কোনো বিপদ আসে না এবং সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। (সূরা তাগাবুন : ১১)

বিপদাপদ পূর্ব নির্ধারিত : বিপদাপদ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই কার কী ঘটবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে তথা লওহে মাহফুজে জগত সৃষ্টির (৫০ হাজার বছর) আগে লিখে রেখেছি। (সূরা আল হাদীদ : ২২) অতএব দুনিয়ার বিপদাপদ, রোগব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট সবই পূর্বের লিখন অনুযায়ী সঙ্ঘটিত হয়। ফলে মুমিন বিপদাপদে অধৈর্য হয় না, বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে।

বিপদাপদ হস্ত অর্জিত কর্মের ফল : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তোমাদের ওপর যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা আশশুরা : ৩০) হজরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর মহানবী সা: বলেছেন, সে সত্তার কসম, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোনো কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোনো শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবাই তার গুনাহের কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক গুনাহের শাস্তি দেন না, বরং যেসব গুনাহের শাস্তি দেন না সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। (তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন)

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা : মুমিনের বিপদাপদ পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি, ফল ও ফসলের বিনষ্টের মধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন বলে, অবশ্যই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। (সূরা আল বাকারা : ১৫৫-১৫৬)

বিপদাপদে করণীয় : বিপদাপদে মুমিনের করণীয় হলো-

১. ধৈর্যধারণ করা : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা : ১৫৪) বিপদে অবৈধ হয়ে কোনো লাভ নেই। বিপদ থেকে উত্তরণ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যও চাই ধৈর্য। আর এজন্য চাই মজবুত ঈমান, বলিষ্ঠ মনোবল, নিষ্ঠার সাথে আমল এবং আল্লাহর ওপর চরম আস্থা।

২. সাহায্য প্রার্থনা করা : নামাজ হলো মুমিনের মিরাজ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ- সিজদা করুন এবং আমার নৈকট্য অর্জন করুন। (সূরা আলাক : ১৯) মহানবী সা: বলেন, বান্দাহ যখন নামাজে ইয়্যাকা নাসতাইন (আমরা আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি) বলে, তখন আল্লাহ জবাব দেন, আমার বান্দাহ যা চায় আমি তা দান করি। (সহিহ মুসলিম) মহানবী সা: যে কোনো বিপদাপদের সময় নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। মুমিনরা বিপদাপদে অধিক নামাজ পড়েন এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করেন।

৩. আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা : মুমিন মনে করে বিপদ আল্লাহর ইচ্ছায় এসেছে। তাই সে উচ্চারণ করে- 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' এর মর্মার্থ হলো আমাদের জান, মাল, শান্তি, সুখ, আরাম-আয়েশ, সমৃদ্ধি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিসহ যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ। তিনিই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তাই মুমিন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

৪. দুনিয়াপ্রীতি বর্জন করা : দুনিয়াপ্রীতি বর্জন করতে পারলে পার্থিব বিপদাপদ তুচ্ছ মনে হবে। হজরত ওহাব ইবন মুনাব্বিহ রা: বলেন, হজরত ঈসা আ: তাঁর অনুসারীদের বলতেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে যার দুনিয়াপ্রীতি বেশি, বিপদ-মুসিবত নিয়ে তারই দুশ্চিন্তা বেশি।

সুন্নত নামাজের গুরুত্ব ও প্রতিদান

সাখাওয়াত উল্লাহ

সুন্নত ওই আদেশমূলক বিধানকে বলা হয়, যা ফরজ-ওয়াজিবের মতো অপরিহার্য নয়, তবে তা রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিয়মিত আমল থেকে প্রমাণিত। সুন্নত দুই প্রকার : সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও সুন্নতে জায়েদা।
সুন্নতে মুয়াক্কাদা ওই সব কাজ, যেগুলো রাসুলুল্লাহ সা. নিয়মিত এমনভাবে আমল করতেন যে তা ওজরবিহীন কখনো ছাড়তেন না। যথা—পুরুষদের জামাতে নামাজ পড়া, জামাতের জন্য আজান দেওয়া ইত্যাদি।
এ ধরনের সুন্নতের বিধান হলো, এসব সুন্নত ওজরবিহীন নিয়মিত ছেড়ে দেওয়া গুনাহ, তবে হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়তে পারবে। ওজরবিহীন এমন সুন্নত ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা হবে, তবে তাকে ফাসিক বা কাফির বলা যাবে না। (আত-তাআরিফাতুল ফিক্বহিয়্যাহ : ৩২৮, আল-মুজিজ ফি উসুলিল ফিকহ : ৪৩৯-৪০)
সুন্নতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবের মতোই। অর্থাৎ ওয়াজিবের ব্যাপারে যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি সুন্নতে মুয়াক্কাদার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করতে হবে।
তবে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুনিশ্চিত শাস্তি পেতে হবে, আর সুন্নতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দিলে কখনো মাফ পেয়েও যেতে পারে। তবে শাস্তিও পেতে পারে।
ফরজ নামাজের আগে-পরের সুন্নতে মুয়াক্কাদার অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামী আইনবিদরা লিখেছেন, যদি কেউ এ ধরনের সুন্নতকে সত্য মনে না করে এটাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে এ কর্ম তাকে কুফরি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।
সুন্নতে জায়েদা ওই সুন্নত, যার ওপর রাসুলুল্লাহ সা. নিয়মিত আমল করলেও ওজরবিহীন মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন। এমন সুন্নতকে মুস্তাহাব, নফল ও মানদুবও বলা হয়। এমন সুন্নতের বিধান হলো, তার ওপর আমল করা প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ, তবে বিনা প্রয়োজনে ওজরবিহীন ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা যাবে না। যথা—তাহাজ্জুদসহ অন্য নফল নামাজ, নফল রোজা, সদকা, হজ, পরোপকার, জনসেবামূলক কাজ করা ইত্যাদি। তবে এ ধরনের আমলের মধ্যে কোনো কোনো আমল অন্য আমলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।
কোনো কোনো ওলামায়ে কিরামের মতে, মুস্তাহাব-নফলের চেয়ে সুন্নতে জায়েদা তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ। (কাশফুল আসরার : ২/৩০২)
ফরজ নামাজের আগে-পরে সুন্নত নামাজগুলো আদায় করার গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিসে সেগুলোকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম বলা হয়েছে। উম্মে হাবিবা রা. বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকাত নামাজ পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হয়। জোহরের আগে চার রাকাত। পরে দুই রাকাত। মাগরিবের পরে দুই রাকাত। এশার পরে দুই রাকাত। ফজরের আগে দুই রাকাত।' (তিরমিজি, হাদিস : ৬৩৬২)
মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

নামাজে খুশু-খুজু অর্জনের উপায়

মো: আবদুর রহমান

খুশু-খুজু বা বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে নামাজের প্রাণ। নামাজের যাবতীয় ফজিলত, প্রভাব ও উপকারিতা এই খুশু-খুজুর সাথেই সম্পৃক্ত। খুশু-খুজুর সাথে নামাজ আদায় করলে নামাজ সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়। আর খুশু-খুজুবিহীন নামাজ প্রাণহীন-আত্মাহীন লাশের মতো। তাই নামাজে খুশু-খুজু অবলম্বন করা একজন মুমিন বান্দার জন্য একান্ত আবশ্যক।
নামাজে খুশু-খুজুর গুরুত্ব : ইসলামী শরিয়তে খুশুর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের জন্য খুশু তথা একাগ্রতার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যস্ত যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ একাগ্রতাহীন নামাজ দায়সারা ও শারীরিক ব্যায়ামের উপকারিতা ব্যতীত তেমন কিছুই বয়ে আনে না। আল্লাহর কাছে এমন নামাজের মূল্য নেই। এসব নামাজিকে আল্লাহ তায়ালা নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন এবং শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন- 'অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজির জন্য, যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন।' (সূরা মাউন : ৪-৫)
নিফাকি খুশু : একজন মানুষ যখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খুশু ধারণ করে অথচ তার অন্তর খুশু থেকে খালি থাকে, তখন সে নিফাকি খুশুর শিকারে পরিণত হয়। নিফাকি খুশু নিন্দনীয়। খুশুতে যেন নিফাকি চলে না আসে সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের উত্তরসূরিরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকতেন।
হুজায়ফা রা: বলতেন, 'তোমরা নিফাকি খুশু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।' তার কাছে জিজ্ঞেস করা হলো নিফাকি খুশু কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'এটি হচ্ছে নামাজের বাইর থেকে দেখতে তোমাকে খুব বিনয়ী ও মনোযোগী মনে হবে কিন্তু তোমার অন্তরের অবস্থা থাকবে সম্পূর্ণ উল্টো।'
হজরত আবু দারদা রা: থেকেও এমন একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে, খুশু-খুজুর নিফাক হলো এই- 'বাহ্যিকভাবে দেহ শান্ত-নম্র এবং বুঝা যায় খুশু-খুজু আছে। কিন্তু বাস্তবে তার অন্তরে খুশু-খুজু নেই।'
হজরত কাতাদাহ রা: বলেন, 'অন্তরের খুশু-খুজু হলো আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা এবং নামাজের সময় দৃষ্টিকে অবনত রাখা।' (দুররুল মানসুর-৬/৮৪)
ফুজায়েল ইবনে আয়াদ রহ: বলেন, 'অতীতকালে অন্তরে বিদ্যমান একাগ্রতার চেয়ে বেশি খুশু প্রদর্শন করা ঘৃণার চোখে দেখা হতো।'
হজরত উমর রা: একবার এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে মাথা খুব নিচু করে নামাজ আদায় করছে। তিনি বললেন, 'হে মাথানতকারী, মাথা উঠাও। অন্তরে যে পরিমাণ খুশু-খুজু আছে তার বেশি প্রকাশ করো না।'
সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তরের খুশু-খুজুর বেশি খুশু-খুজু প্রকাশ করবে সে-ই নিফাকি খুশু-খুজুতে লিপ্ত হলো।
প্রকৃত খুশু ও নিফাকি খুশুর মধ্যে পার্থক্য :
নিফাকি খুশু : ক. হৃদয় কামনা-বাসনায় ভরপুর থাকে; খ. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয়ী হলেও হৃদয়ে আল্লাহর সম্ভ্রম ও ভালোবাসা থাকে না মোটেও; গ. এ ধরনের খুশু রিয়ার পর্যায়ভুক্ত। কারণ, এই খুশু লোক দেখানোর জন্য; আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়।
প্রকৃত খুশু : ক. হৃদয়ে কোনো কামনা-বাসনা থাকে না; খ. আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে নিজের ভুল-ভ্রান্তির কারণে হৃদয় লজ্জিত হয়। সম্পূর্ণ সত্তা আল্লাহর সম্ভ্রম ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়; গ. লজ্জা ও ভালোবাসায় হৃদয় আল্লাহতে লীন হয়ে যায়। ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও অন্তরের খুশুর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
খুশু সৃষ্টিতে সহায়ক বিষয় :

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন, দু'টি জিনিস নামাজে খুশু সৃষ্টিতে সহায়তা করে। যথা- ১. ফরজ পালনের প্রবল আগ্রহ এবং ২. মনোযোগ নষ্টকারী বিষয়গুলো পরিহার করা।
১. ফরজ পালনের প্রবল আগ্রহ : এর উদ্দেশ্য হলো- নামাজি ব্যক্তি নামাজে যা বলছে এবং করছে তাতে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করা। নামাজে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়া করার সময় এর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। আর নামাজরত অবস্থায় আমি আল্লাহর সাথে এমনভাবে কথা বলছি যেন আমি আল্লাহকে দেখছি এ কথা মনে রাখা।
জিবরাইল আ: নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাসূল সা:-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন- ইহসান কী? তিনি বলেছিলেন, 'এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে নাও দেখতে পাও, তবে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।' (বুখারি-৫০, মুসলিম-৮)
একজন বান্দা যত বেশি নামাজের মধুময় স্বাদ আস্বাদন করতে পারে, সে নামাজে ততই আসক্ত হবে। আর এটি ঈমানের মজবুতির সাথে সম্পর্কিত। ঈমানকে শক্তিশালী করারও অনেক উপায় আছে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সা: বলতেন, 'এই পৃথিবীতে নারী ও সুগন্ধিকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে। আর নামাজের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে।' (সুনানে নাসায়ি-৩৯৩৯)
অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূল সা: বেলাল রা:-কে বলতেন, 'হে বেলাল! তুমি ইকামত দাও এবং নামাজের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি এনে দাও।' (আবু দাউদ-৪৯০২)
তিনি এটি বলেননি যে, 'এসো নামাজ পড়ে ফেলি অথবা শেষ করি।'
২. মনোযোগ নষ্টকারী বিষয় পরিহার করা : এর মানে হলো- যা কিছু আমাদের মনোযোগ নষ্ট করে তা দূরে সরিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আর নামাজে খুশু তথা একাগ্রতা বিনষ্টকারী বিষয় ও চিন্তাগুলোকে মন থেকে মুছে ফেলা। এ ব্যাপারে নামাজিদের মধ্যে ভিন্নতা আছে। কারণ একজন ব্যক্তির সন্দেহ, বাসনা, হৃদয়ের অবস্থা এবং অন্তর যা পছন্দ করে তার ওপর নির্ভরশীলতা, আর অন্তর যা অপছন্দ করে তা এড়ানোর প্রচেষ্টা; এসবের মাত্রা তার ভেতরে শয়তানের ওয়াসওয়াসার সাথে সম্পর্কিত। (মাজমুউল ফতওয়া : ২২/৬০৬-৬০৭)
নামাজে খুশু-খুজু অর্জনের শক্তিশালী উপায় :
১. উত্তমরূপে অজু সম্পন্ন করা; ২. আজান শোনার সাথে সাথে মানসিকভাবে অন্তরকে নামাজের দিকে মনোযোগী করা; ৩. সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা; এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'হে বনি আদম, প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করো।' (সূরা আরাফ-৩১) ৪. নিরিবিলি পরিবেশে ইখলাস ও ইহসানের সাথে নামাজ আদায় করা; ৫. নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি পরিহার করা; ৬. সব নামাজ এমনভাবে মনোযোগের সাথে পড়া উচিত যেন এ নামাজই জীবনের শেষ নামাজ; ৭. নামাজে এমনভাবে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে, যেন সামান্য মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তায়ালার সত্তা হতে মন ছুটে অন্যদিকে চলে না যায়; ৮. নামাজির মনে বিনয় ও আল্লাহভীতি জাগ্রত রাখা; ৯. তিলাওয়াতের দিকে গভীর মনোযোগী হওয়া; ১০. নামাজে পঠিত কুরআনের আয়াত, তাসবিহ, দোয়া ও জিকিরসমূহের অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করা; ১১. নামাজে ভিন্ন ভিন্ন সূরা, আয়াত, জিকির ও দোয়া পড়া; ১২. স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করা; রাসূল সা: প্রতিটি সূরা ধীরস্থিরভাবে তারতিলের সাথে পড়তেন। (মুসলিম-৭৩৩) ১৩. রুকু ও সিজদার তাসবিহগুলো ধীরস্থিরভাবে পড়া উচিত; ১৪. নামাজের রুকনগুলো (রুকু, সিজদা, কিয়াম) শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে আদায় করা; নামাজে আল্লাহর রাসূল সা: অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে রুকনগুলো আদায় করতেন, যাতে প্রত্যেকটি অঙ্গ তার যথাযথ স্থানে অবস্থান করে। (সিফাতুস সালাহ-১৩৪, আল-ফাতহ : ২/৩০৮) তিনি বলেন, 'এই নিয়মে নামাজ আদায় না করলে তোমাদের কারো নামাজ সঠিক হবে না।' (সুনানে আবু দাউদ-৮৫৮) ১৫. নামাজ আদায়ের সময়ে একেবারে প্রয়োজন ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া না করা; ১৬. নামাজের মধ্যে ডানে-বামে বা এদিক-ওদিক না তাকানো; ১৭. নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা; ১৮. নামাজিকে তার সামনে দিয়ে গমনকারীদের অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্য সামনে কোনো বস্তু রাখা উচিত। এই বস্তুকে 'সুতরা' বলা হয়। তাই নামাজিকে তার সামনে সুতরা রেখে নামাজ আদায় করা উচিত; রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন খালি স্থানে নামাজ পড়তে দাঁড়াবে, তখন সামনে সুতরা নিয়ে নেবে এবং তার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে।' (আবু দাউদ : ৬৯৫, ১/৪৪৬, সহিহ আল-জামে-৬৫১) ১৯. ভাবতে হবে আল্লাহ তায়ালা নামাজে আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন; ২০. নামাজে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা; রাসূল সা: বলেছেন, 'তুমি তোমার নামাজে মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। কারণ, মানুষ যখন তার নামাজে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, তখন তার নামাজ অবশ্যই সুন্দর হবে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মতো নামাজ পড়, যে মনে করে- এটিই তার জীবনের শেষ নামাজ।' (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ-১৪২১)
আবু আইয়ুব রা:-কে রাসূলুল্লাহ সা: উপদেশ দিয়ে বলেন, 'যখন নামাজে দাঁড়াবে, মৃত্যুমুখী ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে।' (আহমদ-৫/৪১২, সহিহ আল জামেঈ-৭৪২) ২১. বেশি বেশি গোপন ইবাদতে মগ্ন হওয়া; ২২. সব গুনাহ থেকে তওবা করা ও গুনাহ পরিহার করা; ২৩. হারাম খাদ্য ও হারাম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহার করা; এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো, আর সৎ কাজ করো। তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত।' (সূরা মুমিনুন-৫১) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- 'হে রাসূল! আপনি আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।' (সূরা মুদ্দাসসির-৪) ২৪. বিদয়াতমুক্ত আমল করা; ২৫. আল্লাহর কাছে খুশু-খুজুর জন্য সাহায্য চাওয়া; ২৬. কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জীবনযাপন করা।

কিয়ামতের দিন যেসব আমল সুপারিশ করবে

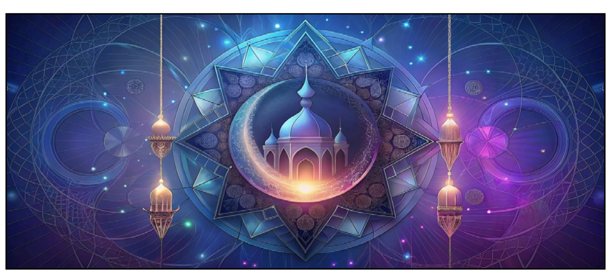

আহমাদ ইজাজ

কুরআন ও হাদিস থেকে জানা যায়, নেক আমল মানুষের পরকালের পাথেয়। পরকালে আমলের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছু বিশেষ আমল এমন আছে, যেগুলো পরকালে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে। সেগুলো হলো—
১. রোজা ও কুরআন সুপারিশ করবে
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, রোজা ও কুরআন বান্দার জন্য শাফায়াত করবে।
রোজা বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনের বেলা খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মেটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব, তার ব্যাপারে এখন আমার শাফায়াত কবুল করুন। কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।
অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে। (মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ২০৩৬, শুআ'বুল ঈমান, হাদিস : ১৮৩৯)
২. প্রতিদিন সুরা মুলক পাঠ
রাসুল সা. বলেছেন, 'কুরআনে ৩০ আয়াতবিশিষ্ট এমন একটি সুরা আছে, যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর সেটা হলো তাবা-রাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক (সুরা মুলক)।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৮৯১, আবু দাউদ, হাদিস : ১৪০০)
৩. সুরা আল-বাকারাহ ও আলে ইমরান পাঠ
নাওয়াস ইবনে সামআন রা. বলেন, আমি নবী করিম রা.-কে বলতে শুনেছি, 'কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআনের এমন তিলাওয়াতকারীদের আনা হবে, যারা কুরআনের ওপর আমল করেছে, এর অগ্রভাগে থাকবে সুরা বাকারাহ ও আলে ইমরান।
নাওয়াস রা. আরো বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. এই সুরা সম্পর্কে (এমন আশ্চর্যজনক) তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন, যা আমি কখনো ভুলিনি। রাসুল সা. বলেছিলেন, 'এই সুরা দুটি এমন হবে, যেন দুটি কালো শামিয়ানা (ছায়া দানকারী চাদর) বা দুটি মেঘের খণ্ড; যার মাঝখানে আছে ঔজ্জ্বল্য। কিংবা তা ডানা মেলে উড়ে চলা দুটি পাখির ঝাঁকের মতো (ছায়াদানকারী) হবে। সুরা বাকারাহ ও আলে ইমরান—এই সুরা দুটি পাঠকারী ব্যক্তির পক্ষে বিতর্ক করবে (অর্থাৎ তাদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিতে থাকবে)। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৭৬১)

মেরাজুন্নবী: গুরুত্ব, তাৎপর্য ও

মোহাম্মাদ মাকসুদ উল্লাহ

মেরাজুন্নবী : হজরত মোহাম্মদ সা:-এর জীবনের এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে সঙ্ঘটিত হয়েছিল মেরাজের ঘটনা। তাঁর পরিচালিত শান্তি সংগ্রাম তথা ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষেত্রে মেরাজের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর শিক্ষা সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে কাজ করেছে। অনাগত কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যারাই যেখানে শান্তির পক্ষে, ইসলামের পক্ষে কাজ করবে তাদের সবার জন্য মেরাজুন্নবীর গুরুত্ব-তাৎপর্য ও শিক্ষা অবিকল তেমনি থাকবে যেমনটি ছিল রাসূলে করিম সা: ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে। মেরাজের বিষয়ে এত বেশিসংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ে পেঁছে গেছে। মুজতাহিদদের মতে, মেরাজের সত্যতাকে কেউ অস্বীকার করলে বা সন্দেহ পোষণ করলে তার ঈমান থাকবে না।
মেরাজের বিভিন্ন পর্যায়ে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু আমরা কোনো মতানৈক্য নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমরা শুধু এর গুরুত্ব-তাৎপর্য ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই আমরা পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াতে মেরাজ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে তা থেকে উদ্ধৃতি পেশ করছি।
পবিত্র কুরআনে মেরাজ সম্পর্কে একাধিক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- 'পবিত্র সত্তা তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে (হজরত মোহাম্মদ সা:-কে রাতের এক ক্ষুদ্র প্রহরে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছিলাম, তাঁকে আমার নিদর্শনাবলি দেখানোর জন্য।' (সূরা আল-ইসরা 'বানি ইরাইল'-১) আরো ইরশাদ হয়েছে- 'তিনি যা দেখেছেন সে বিষয়ে কি তোমরা তাঁর সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আর একবার দেখেছিলেন। সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তাঁর দৃষ্টিভ্রম হয়নি এবং দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি দেখছিলেন।' (সূরা আন-নাজম : ১২-১৮)
উদ্ধৃত আয়াতগুলোর তাফসির প্রসঙ্গে না গিয়ে আমরা এখানে প্রথমে মহানবী সা:-এর নবুওয়াত লাভের পর থেকে মেরাজপূর্ব জীবনাবস্থা তারপরে মেরাজের সারসংক্ষেপ এরপর মেরাজ-পরবর্তী অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করব। মহানবী সা: নবুওয়াত লাভের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০টি বছর বিনা বিতর্কে সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত ছিলেন। তখনো পর্যন্ত তাঁর কোনো শত্রু এমনকি নিন্দুকও ছিল না।
নবুওয়াত লাভের পর প্রথম যেদিন তিনি তাঁর স্বগোত্রের লোকদের শান্তির পথে আহ্বান করেছিলেন, সেদিন থেকে সমাজে তাঁর শত্রু জন্ম নিতে শুরু করে। শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তাঁকে রাস্তা-ঘাটে অপমান-অপদস্থ করা, গালি-গালাজ করা, তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা, পাথর ছুড়ে তাঁর শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করা, তাঁর সিজদাবনত মস্তকের ওপর উটের নাড়ি-ভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়া আরো কত ধরনের নির্যাতন যে তাঁর উপর চালানো হয়েছে তার বিবরণ সংক্ষিত নিবন্ধে সম্ভব নয়।
যারা তাঁর সত্য দ্বীনে বিশাস করেছিল, তাঁদের ওপরও চালানো হয়েছে অবর্ণনীয় পাশবিক নির্যাতন। হজরত আম্মার, হজরত সুমাইয়া ও হজরত আব্দুল্লাহ একই পরিবারের তিনজন নিষ্পাপ মানুষ নিষ্ঠুর কাফিরদের নির্যাতনে পরিবারের অন্যদের সামনে ছটফট করতে করতে শাহাদতবরণ করেছেন। মুসলিম কাফেলার সদস্যদের ওপর পরিচালিত নির্যাতন এতই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে, তারা পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎও করতে পারতেন না। রাতের আঁধারে বা নির্জন দুপুরে অতি সঙ্গোপনে পাহাড়ের পাদদেশে 'দারে আরকামে' তারা কদাচিৎ মিলিত হতেন। এমন অবস্থায় আত্মীয়তার সূত্র ধরে দাবি নিয়ে মহানবী সা: ছুটে গিয়েছিলেন তায়েফে, যদি তারা ইসলাম কবুল করে! কিন্তু তায়েফবাসী মহানবীর ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল এবং শুআবে আবি তালিবের আড়াই বছরের বন্দীজীবন ইতিহাসের পাতায় সর্বকালীন জালিমদের নিকৃষ্ট স্মারক হয়ে থাকবে। মহানবী সা:-এর জীবন যন্ত্রণা যখন চরমে, যখন তিনি দ্বীনি মিশনের কাজে সারা দিন ঘুরে, নির্যাতিত হয়ে ব্যথাতুর শরীর নিয়ে ঘরে ফিরতেন তখন মহামতি হজরত খাদিজা সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে, সেবা-সুশ্রুষা করে তাঁকে সারিয়ে তুলতেন। মহানবীর দুর্দিনের আশ্রয় আব্দুল মুত্তালিব, আবু তালিব সব শেষে বিবি খাদিজাকেও মহান আল্লাহ তুলে নিলেন পৃথিবী থেকে।
নবুওয়াতের দশমবর্ষে পবিত্র রমজানে হজরত খাদিজাতুল কুবরা রা:-এর ইন্তেকালের পর মহানবী সা: সম্পূর্ণরূপে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন। এমনি সময়ে একদিন পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ মানুষটি অসহায়ত্বের এক চরম পর্যায়ে যখন রাতে কাবাচত্বরে ঘুমিয়েছিলেন, তখন রাতের এক অজানা প্রহরে তাঁকে ঐশী দূত হজরত জিবরাইল এসে ডেকে তোলেন। মহান রবের আজ্ঞা জানিয়ে প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে নিয়ে শুরু করেন মহান মেরাজের সফর যাত্রা। মেরাজের প্রথম মঞ্জিল-বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে যাত্রাবিরতি করেন তাঁরা। সেখানে পূর্ববর্তী সব নবীর উপস্থিতিতে মহানবী ইমাম হয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। পূর্ববর্তী নবীদের সাথে হজরত জিবরাইল মহানবীকে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর শুরু হয় ঊর্ধ্বজগতের যাত্রা। এক-এক আসমানে দ্বাররক্ষীদের সওয়াল-জওয়াবের পর প্রবেশ, প্রতি আসমানে পূর্ববর্তী এক বা একাধিক নবীর সাথে সাক্ষাৎ, তাঁদের সাথে আলাপ সেরে পরবর্তী আসমান পানে যাত্রা। এভাবে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে মহান মওলার আরশে পেঁছা এবং চরম ও পরম কাঙ্ক্ষিক্ষত সাক্ষাৎকার সেরে, জান্নাত-জাহান্নাম, মাকামে মাহমুদ, হাউজে কাউসার পরিদর্শন করে আবার মক্কাধামে ফিরে আসা, এটিই হলো মহানবী সা:-এর মেরাজের সার সংক্ষেপ।
মেরাজের পূর্ববর্তী রাসূলে কারিম সা:-এর জীবন ও মিশন পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে শুধুই ব্যর্থতাই দেখতে পাওয়া যায়। মেরাজ-পরবর্তী জীবনের দিকে তাকালে হজরত উমারের ইসলাম গ্রহণ, আকাবাতে মদিনাবাসীর সাথে সফল চুক্তি এরপর হিজরত, তারপর বদর, উহুদ, খন্দকসহ মোট ৮০টি সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় মহানবীর জীবদ্দশায় এবং অধিকাংশ অভিযানে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে। অবশেষে ৬৩০ সালে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয় এবং মহানবীর মিশন চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। মেরাজই ছিল মহানবীর মিশনজয়ের মূল প্রেরণা। সুতরাং আমাদের জীবন ও জগতে মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মসূচির সাফল্য অর্জন করতে মেরাজের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো খুঁজে বের করা খুবই জরুরি। আমাদের অনুসন্ধানে মেরাজের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ :
১. মহান আল্লাহর সাক্ষাৎটাই সব থেকে বড় প্রেরণা আর নামাজ মুমিনের জন্য মেরাজ। সুতরাং নামাজের প্রতি বিষেভাবে যত্নবান হতে হবে।
২. শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জীবনকে ওয়াকফ করে দিতে হবে।
৩. নিয়মিত কুরআন-হাদিস ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসাইলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে।
৪. জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি সম্বন্ধে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
৫. মাঝে মধ্যে নেতৃত্ব পর্যায়ে সম্মেলন করে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় করতে হবে।
৬. পরামর্শের ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে একনিষ্ঠ হতে হবে।
৭. সময়, প্রেক্ষাপট ও সমাজের অবস্থা বিবেচনা করে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।
৮. পূর্ববর্তী যুগে আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে এবং সে সময়কার সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণ অবগত হতে হবে।

লিভারপুল কিনতে চান ইলন মাস্ক, জানালেন বাবা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের বাবা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লিভারপুল কিনতে আগ্রহী।
যুক্তরাষ্ট্রের খেলাধুলাভিত্তিক বহুমুখী প্রতিষ্ঠান ফেনওয়ে স্পোর্টস গ্রুপ ২০১০ সালে লিভারপুল কিনে নেয়। অতীতে এ প্রতিষ্ঠান লিভারপুলের জন্য বাইরের বিনিয়োগ খুঁজলেও কখনো ক্লাবকে পুরোপুরি বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবেনি। তবু ইলন মাস্কের বাবা এরল মাস্কের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাঁর ছেলে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি কিনতে আগ্রহী কি না।
টাইমস রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এরল মাস্ক জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বহুমুখী অটোমোটিভ ও ক্লিন এনার্জি প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী ও তাঁর ছেলে ইলন ছয়বারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের কিনতে চান, 'এটা নিয়ে আমি মন্তব্য করতে পারি না। তাহলে ওরা (ফেনওয়ে) দাম বাড়াবে।'
এরপর জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাঁর ছেলে সত্যি লিভারপুল কিনতে চায় কি না? এরলের উত্তর, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে তার মানে এই নয় যে সে এটা কিনছে। হ্যাঁ, সে চায়, অবশ্যই। কে না তা চাইবে, আমিও চাই।'
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ড ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডলিভারপুল এফসি
বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এ বিষয়ে ফেনওয়ের মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সেই মুখপাত্র বলেছেন, 'এই গুঞ্জনের সত্যতা নেই।'
গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বসের জরিপে বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ দামি ফুটবল ক্লাব হয়েছে লিভারপুল। ক্লাবটির আনুমানিক মূল্য ৪৪৩ কোটি পাউন্ড। তবে এই দাম মাস্কের মোট সম্পদের আর্থিক মূল্যের ১ শতাংশের কিছু বেশি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ইলন মাস্কের মোট সম্পদের আর্থিক মূল্য ৩৪ হাজার ৩০০ কোটি পাউন্ড।
এরল মাস্ক জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের লিভারপুল শহরের সঙ্গে পারিবারিক যোগসূত্র রয়েছে মাস্ক পরিবারের।
সে জন্যই তাঁর সন্তান ক্লাবটি কিনতে আগ্রহী, 'ওর (ইলন মাস্ক) নানির জন্ম লিভারপুলে। আর লিভারপুলে আমাদের আত্মীয়স্বজনও আছে। আমরা সৌভাগ্যবান যে বিটলসের (সদস্যদের) সঙ্গে ভালো পরিচয় ছিল। ওরা আমাদের পরিবারের কয়েকজনের সঙ্গেই বড় হয়েছে। তাই লিভারপুলের সঙ্গে আমাদের সংযোগটা আছে।'

১২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাট কোহলি

আপনজন ডেস্ক: প্রথম ইনিংসে ১৭, দ্বিতীয় ইনিংসে ৬– অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনি টেস্টের দুই ইনিংসে এ–ই ছিল বিরাট কোহলির পারফরম্যান্স। শুধু সিডনিতেই নয়, পাঁচ টেস্ট সিরিজের আগের তিন ম্যাচেও কোহলির ব্যাটে বড় ইনিংস দেখা যায়নি। যার ছাপ পড়েছে হালনাগাদ আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে।
সর্বশেষ টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩ ধাপ পিছিয়ে কোহলি নেমে গেছেন ২৭ নম্বরে। গত এক যুগের ক্যারিয়ারে এত নিচে তিনি আর নামেননি। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে কোহলির অবস্থান ছিল ৩৬ নম্বরে। ১২ বছর পর এবারই প্রথম ২৫–এর বাইরে ছিটকেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বোর্ডার–গাভাস্কার ট্রফিতে শুধু কোহলি নন, অধিনায়ক রোহিত শর্মাও ভালো খেলেননি। বাজে ফর্মের কারণে শেষ টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া রোহিত এখন ৪২ নম্বরে। তবে অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি ভেন্যুতে হওয়া এই সিরিজ দিয়েই আবার র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে কারও কারও।
সিডনি টেস্টে ১০ উইকেট নেওয়া স্কট বোল্যান্ড প্রথমবারের মতো টেস্ট বোলারদের সেরা দশে ঢুকেছেন। ৩৫ বছর বয়সী এই পেসার ২৯ ধাপ এগিয়ে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে যৌথভাবে নবম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন। টেস্ট বোলারদের ১ নম্বর স্থান অবশ্য যশপ্রীত বুমরারই আছে। তবে আগের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে থাকা জশ হ্যাজলউড চোটের কারণে সিডনিতে না খেলায় দুই ধাপ নেমে গেছেন। এক ধাপ করে এগিয়ে দুইয়ে এখন প্যাট কামিন্স, তিনে কাগিসো রাবাদা।
টেস্ট ব্যাটসম্যানদের শীর্ষ তিনে অবশ্য কোনো পরিবর্তন নেই। আগের অবস্থান ধরে রেখেছেন যথাক্রমে জো রুট, হ্যারি ব্রুক ও কেইন উইলিয়ামসন। টেস্ট অলরাউন্ডারদের মধ্যে একে রবীন্দ্র জাদেজাই, তবে দুই ধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো ইয়ানসেন। বাংলাদেশের মেহেদী হাসান মিরাজ এক ধাপ পিছিয়ে তিনে।
ক্রিকেটের অন্য দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টির প্রথম তিন অপরিবর্তিত। ওয়ানডের ব্যাটিংয়ে বাবর আজম, রোহিত শর্মা ও শুবমান গিল, বোলিংয়ে রশিদ খান, কুলদীপ যাদব ও শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং অলরাউন্ডারে মোহাম্মদ নবী, সিকান্দার রাজা ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই। আর টি–টোয়েন্টির ব্যাটিংয়ে ট্রাভিস হেড, ফিল সল্ট ও তিলক ভার্মা, বোলিংয়ে আকিল হোসেন, আদিল রশিদ, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা এবং অলরাউন্ডারে হার্দিক পান্ডিয়া, দীপেন্দ্র সিং ঐরি ও লিয়াম লিভিংস্টোন।

নেইমারের বিরুদ্ধে খেলা ইস্টবেঙ্গলের সেলিস কবে আসছেন, তা নিয়ে জল্পনা

আপনজন ডেস্ক: ডার্বির আগেই নতুন বিদেশির নাম ঘোষণা করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। নেইমারের বিরুদ্ধে খেলা ভেনেজুয়েলার তারকা স্ট্রাইকার রিচার্ড সেলিস সই করেছেন লাল-হলুদ ক্লাবে। তবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে কলকাতায় আসা হচ্ছে না সেলিসের। একে সল ক্রেসপো নেই। মাদিহ তালাল গোটা মরসুমের জন্যই ছিটকে গিয়েছেন। চার বিদেশি নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে অস্কার ব্রুজোকে।
কবে আসতে পারেন সেলিস? সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে ভিসা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ মিটিয়ে ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি ফুটবলার রিচার্ড সেলিসের কলকাতায় আসতে পরের সপ্তাহ হয়ে যাবে। অর্থাৎ আসন্ন কলকাতা ডার্বিতে সেলিসকে পাবেন না ইস্টবেঙ্গল। পাশাপাশি দলের মাঝমাঠের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার সউল ক্রেসপোকে যে চোটের কারণে অন্তত আরও চার সপ্তাহ ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকতে হবে, তা মঙ্গলবারই জানিয়েছেন অস্কার।
রিচার্ড কেমন ফুটবলার? শুধুমাত্র একজন স্ট্রাইকার হিসেবে নয়, লেফট উইঙ্গেও খেলতে পারেন রিচার্ড। সেলিস ভেনেজুয়েলার বেশ কয়েকটি শীর্ষ-স্তরের ক্লাব যেমন অ্যাটলেটিকো ভেনেজুয়েলা সিএফ, দেপোর্তিভো জেবিএল, কারাকাস এফসি এবং একাডেমিয়া পুয়ের্তো ক্যাবেলোর প্রতিনিধিত্ব করেছেন, কলম্বিয়ার মিলোনারিওস এফসি এবং স্লোভাকিয়ার এফকে সেনিকা ছাড়াও। সেলিস অতীতে ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব এবং কোপা আমেরিকায় ভেনেজুয়েলার জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
নেইমারের সঙ্গে সেলিস
প্রশ্ন উঠছে ইমামির ভূমিকা নিয়ে
ইমামি ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগ করতে আসার পর থেকেই নতুন ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে ধীরে চল নীতি নিয়েছিল লাল-হলুদ। ফলে মাঝে মধ্যেই সমস্যা হয়েছে। টানা পাঁচ বছর আইএসএল খেললেও শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। আর এবার দলের দুই তারকা বিদেশি না থাকা সমস্যা ফেলেছে দলকে। প্রায় এক মাস মাত্র চার বিদেশি নিয়ে খেলছে ইস্টবেঙ্গল। অন্যান্য দল যখন একের পর এক বিদেশি সই করাচ্ছে, তখনও বিদেশি সই করাতে সময় নিয়ে ফেলেছে তারা। এর জেরে ডার্বির মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ তো বটেই, সমস্যা হচ্ছে প্লে অফের লড়াইয়ে টিকে থাকার ক্ষেত্রেও।

সিডনির কুরুক্ষেত্র: বুমরার সঙ্গে সেই ঝামেলা নিয়ে মুখ খুললেন কনস্টাস

আপনজন ডেস্ক: সিডনি টেস্টের প্রথম দিনের শেষ ওভারের কথা মনে আছে? মনে থাকারই কথা। ভালো একটি শট, ভালো একটি ডেলিভারি হয়তো ভোলা যায়। কিন্তু সময়ের সেরা বোলার আর ক্যারিয়ারে মাত্র দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ১৯ বছরের এক তরুণের লড়াই কি ভোলা যায়!
স্যাম কনস্টাস আর যশপ্রীত বুমরার সেই লড়াইয়ের কথাই বলা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যে লড়াইয়ের রূপ ছিল এমন, কনস্টাস বনাম ভারতের ১১ জন। সেই ঘটনা নিয়ে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শেষ হওয়ার পর মুখ খুলেছেন কনস্টাস।
সেদিন ভারত প্রথম ইনিংসে ১৮৫ রানে অলআউট হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেটে ৯ রানে দিনের খেলা শেষ করেছিল। অস্ট্রেলিয়া উইকেট হারিয়েছিল দিনের শেষ বলে। আর এই বলের আগে ও পরেই ঘটেছে নানা কাণ্ড। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ২.৫ ওভারে স্ট্রাইকে থাকা উসমান খাজার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বুমরা। দুজনের উদ্দেশ্যে ছিল ভিন্ন। খাজা চাইছেন সময় নষ্ট করতে। বুমরা চান বাঁচাতে। লড়াই তাই অবশ্যম্ভাবী। সেই লড়াইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েন কনস্টাস।
বুমরা বোলিং মার্ক থেকে দৌড় শুরু করেছিলেন। তাকিয়ে দেখেন খাজা প্রস্তুতই হননি। দুই হাত উঁচিয়ে বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গি করেন খাজার প্রতি। কিন্তু নন-স্ট্রাইকে থাকা কনস্টাস কিনা ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁকে কিছু একটা বলে বসলেন! কনস্টাস ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ খুলতেই বুমরা আর নিজের মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি। দুই হাত উঁচিয়েই এগিয়ে কিছু একটা বলতে বলতে এগিয়ে যান কনস্টাসের দিকে। কনস্টাসও এগিয়ে এসেছিলেন দুই পা। ঠিক তখনই শান্তির বার্তা নিয়ে দুজনের মাঝে এক বাংলাদেশির আবির্ভাব। মাঠের আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দুজনকে ঠান্ডা করে তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় পাঠিয়ে দেন তিনি।
পরের বলেই আউট হয়ে যান খাজা। খাজাকে স্লিপে ক্যাচ বানিয়েই বুমরা তেড়ে গিয়েছিলেন কনস্টাসের প্রতি, সঙ্গে দলের বেশ কয়েকজন। কনস্টাস ভদ্র ছেলের মতো কিছুই বলেননি তখন। সেই ঘটনাকে নিজের জন্য শিক্ষা বলেছেন কনস্টাস, 'আমার মনে হয়েছে আমি লড়াইটা উপভোগ করছিলাম। নিজের সর্বোচ্চটা উজাড় করে দিচ্ছিলাম। এটা আমার জন্য ভালো শিক্ষা। আমি আসলে সময় নষ্ট করার চেষ্টা করেছি, যাতে তারা আরও এক ওভার না করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়টা বুমরারই। অবশ্যই বুমরা বিশ্বমানের, সম্ভবত সিরিজে ৩২ উইকেট নিয়েছে। এমন ঘটনা যদি আবার ঘটে, সম্ভবত আমি আর কিছু বলব না।'
সিডনি টেস্টে স্যাম কনস্টাস ও যশপ্রীত বুমরার লড়াই থামানোর চেষ্টা করছেন বাংলাদেশি আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ
সিডনি টেস্টে স্যাম কনস্টাস ও যশপ্রীত বুমরার লড়াই থামানোর চেষ্টা করছেন বাংলাদেশি আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদএএফপি
শুধু যে বুমরার সঙ্গে কনস্টাসের লেগেছে, তা নয়। বিরাট কোহলির সঙ্গে কথার আদান-প্রদান হয়েছিল কনস্টাসের। সেটা আবার অভিষেক টেস্টেই। ম্যাচশেষে কথা বলে অবশ্য সেটা ভালোভাবে মিটিয়ে নিয়েছেন দুজন। এখানে অবশ্য সিনিয়র কোহলিরই দায়িত্বটা বেশি ছিল। কারণ, তিনিই সব শুরু করেছিলেন।
মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম দিনে একেবারে অকারণে কনস্টাসকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরেছেন। যার জন্য পরে তাঁকে শাস্তিও পেতে হয়েছে।
কোহলির সঙ্গে কী কথা হলো কনস্টাসের, 'ম্যাচশেষে কোহলির সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাকে যে আমি আদর্শ মানি, সেটা বলেছিলাম। তার বিপক্ষে খেলা অনেক সম্মানের। যখন কোহলি ব্যাটিং করছিল, আমি বলছিলাম "ওয়াও কোহলি ব্যাটিং করছে।" সব ভারতীয় দর্শক তার নামে স্লোগান দিচ্ছিল। এটা পরাবাস্তব অনুভূতি। সে বিনয়ী মানুষ। দারুণ একজন, আমাকে শুভকামনা জানিয়ে বলেছে, শ্রীলঙ্কা সফরে থাকলে যেন ভালো করি। আমার পুরো পরিবার তাকে পছন্দ করে, ছোটবেলা থেকে তাকে আদর্শ মানি, সে কিংবদন্তি।'

ইন্দোনেশিয়ার নতুন কোচ ডাচ কিংবদন্তি ক্লাইভার্ট

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ শিন তাই-অংকে ছাঁটাই করার পর থেকেই তাঁর নামটা শোনা যাচ্ছিল ইন্দোনেশিয়া ফুটবল দলের নতুন কোচ হিসেবে, সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো। নেদারল্যান্ডস এবং আয়াক্স ও বার্সেলোনা কিংবদন্তি প্যাটট্রিক ক্লাইভার্টকে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ইন্দোনেশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএসএসআই)। আজ পিএসএসআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ডাচ ফুটবলের কিংবদন্তি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ২০২৫ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত চুক্তি করেছেন, মেয়াদ শেষে যা নবায়নের সুযোগও রাখা হয়েছে।
এর আগে ডাচ উপনিবেশ থাকা অবস্থায় 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ' নামে ১৯৩৮ বিশ্বকাপে খেললেও স্বাধীনতার পরে এখন পর্যন্ত কোনো বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি ইন্দোনেশিয়া। তবে দলটি ২০২৬ বিশ্বকাপে এশিয়া অঞ্চলের বাছাইপর্বে এখনো টিকে আছে। মূলত প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্যেই ক্লাইভার্টকে এই দায়িত্ব দিয়েছে পিএসএসআই।
আরও একটা বড় কারণ, ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান জাতীয় দলের অনেক খেলোয়াড় ডাচ বংশোদ্ভূত, এর ফলে তাঁদের কাছ থেকে সেরাটা আদায়ের জন্য একজন ডাচ কোচই যথার্থ হবে বলে মনে করেছে ইন্দোনেশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।
২০০৮ সালে খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় বলে দেওয়া ক্লাইভার্ট নিজের ক্যারিয়ারের সেরা সময়টা কাটিয়েছেন মূলত আয়াক্স ও বার্সেলোনায়। নিজের সময়ের সেরা স্ট্রাইকারদের একজন ক্লাইভার্ট ১৯৯৫ সালে আয়াক্সের হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ, মিলানের বিপক্ষে ওই ফাইনালে একমাত্র গোলটা ছিল সেই সময়ে ১৮ বছর বয়সী ক্লাইভার্টের।
বার্সেলোনায় কাটানো ছয় বছরে ব্রাজিল কিংবদন্তি রিভালদোর সঙ্গে দারুণ এক জুটি গড়ে জিতেছিলেন লা লিগা। এই দুই ক্লাবের মধ্যে এক মৌসুম খেলেছেন মিলানেও। নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের হয়ে ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ৭৯ ম্যাচ খেলে করেছেন ৪০ গোল, জাতীয় দলের ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি।
খেলোয়াড়ি জীবন শেষে ডাচ ক্লাব আলকমারের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০১৪ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের তখনকার কোচ লুই ফন হালের সহকারী ছিলেন। পরে ক্যামেরুন জাতীয় দলের সহকারী কোচও হন। এর বাইরে পিএসজির ক্রীড়া পরিচালক এবং বার্সেলোনা একাডেমির কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন।
আগামী শনিবার ৪৮ বছর বয়সী ক্লাইভার্টের ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার কথা, পরদিন তাঁকে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে পিএসএসআই।
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ১২৭ নম্বরে থাকা ইন্দোনেশিয়া এরই মধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এশিয়া অঞ্চলে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছে। নিজেদের গ্রুপে ৬ ম্যাচ খেলে ১ জয় ও ৩ ড্রয়ে আপাতত ৬ পয়েন্ট নিয়ে ৩ নম্বরে ইন্দোনেশিয়া। গ্রুপে সেরা দুটি দল খেলবে পরের বিশ্বকাপে, তৃতীয় ও চতুর্থ হওয়া দল দুটি বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করতে প্লে-অফ খেলার সুযোগ পাবে।

১৫ তম জেলা মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন ● বহরমপুর

আপনজন: ১৫ তম জেলা মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিটের উদ্বোধন করলেন , রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজামান, মুর্শিদাবাদ জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র(ডি এস এ, বিশ্বজিৎ ভাদুরি, ডি এস এস এ গোলাম শারি মুর্শিদাবাদ জেলা শিক্ষা কর্মদক্ষ সুফিউজ্জামান) আনসার আলী রাফিনা বেগম মুর্শিদাবাদ জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক শ্রীমতি রেনুকা খাতুন এছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার দুই সাংগঠনিক ইমাম উপস্থিত ছিলেন।অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে বহরমপুর স্টেডিয়াম মাঠে । এতে জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। ৪৪১শিক্ষার্থী ৬২টি ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ব্লক থেকে জেলায় স্তরে গভারমেন্ট মাদ্রাসা, এমএস কে, আন এডেড মাদ্রাসা১১৫ টি অংশগ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের শারীরিক বিকাশের প্রচার করা। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ২৫টি মাদ্রাসার রাজ্যস্তরে খেলতে গেল ২২ জন ছাত্র , ছাত্রী ২১ জন । মোট ৪৩ জন অংশগ্রহণ করবেন রাজ্য স্তরে।

বোলপুরে নেতাজি সুভাষ কাপ ফাইনাল খেলায় হাজির অনুব্রত

কাজী আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলা তৃণমূল স্পোর্টস সেলের বোলপুর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত নেতাজি কাপ ২০২৫ (৫ম বর্ষ) ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রতিযোগিতার সূচনা হয় গত ৬ জানুয়ারি। আজ, ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত হলো প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ এবং স্টেডিয়াম মাঠে আলোই আলোকিত হয়ে উঠেছে। প্রচুর দর্শক ভিড় করেছেন এই ফাইনাল খেলা দেখার জন্য।
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার মেলবন্ধন তৈরির উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল উদ্বোধন করেন এসআরডিআর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। উপস্থিত দর্শকদের উচ্ছ্বাস এবং প্রতিযোগিতার মান সবদিক থেকেই ছিল চোখে পড়ার মতো।
অনুষ্ঠানের আয়োজকরা জানান, দেশনায়ক নেতাজির আদর্শ এবং যুবসমাজের উদ্যমকে একত্রিত করাই ছিল এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য। নেতাজি কাপ ইতিমধ্যেই বীরভূমের অন্যতম আকর্ষণীয় ক্রীড়া ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুব্রত মণ্ডল জানান এই খেলায় মাঠ বেশ জমে উঠেছে।

ঢোলায় ধাপাসবল টুর্নামেন্ট ও রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন ● ঢোলাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে কাকা ভাইপো সংঘের পরিচালনায় দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ১৬ দলীয় নক আউট ধাপাসবল টুর্নামেন্ট ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠে মাসুম ব্রিগেড ও জয়নগর। চ্যাম্পিয়ন হয় মাসুম ব্রিগেড ও রানার্স দল হয় জয়নগর। চ্যাম্পিয়ন দলের পুরস্কার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও ট্রফি, রানার্স দলের হাতে তুলে দেওয়া হয় নগদ চল্লিশ হাজার টাকা ও ট্রফি।নেতাজি ও রবীন্দ্র দুই অঞ্চলসহ বহিরাগত বহু মানুষ দুই দিন ব্যাপী খেলা উপভোগ করেন। দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার সকাল নটা থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়।প্রায় নব্বই জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছায় রক্ত দানে এগিয়ে আসেন। দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী বাকি বিল্লাহ ভাঙ্গী, প্রাক্তন প্রধান আইউব আলী হালদার, সমাজসেবী সেখ আসিফ ইকবাল, শিক্ষক সাহিদুল্লাহ হালদার, আব্দুর রউফ ভাঙ্গী, আরিফ বিল্লাহ, মোতাহার হোসেন ভাঙ্গী প্রমুখ।

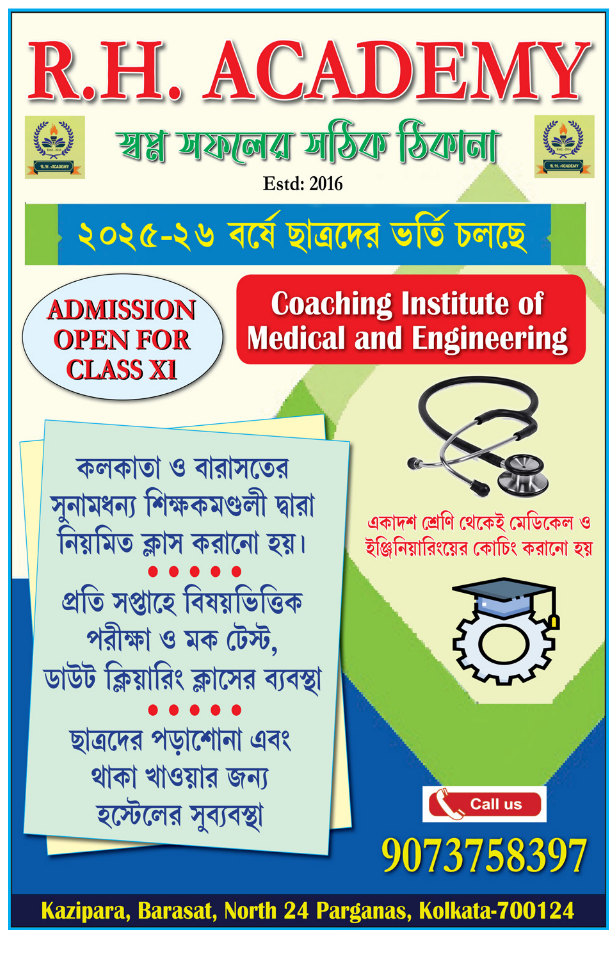

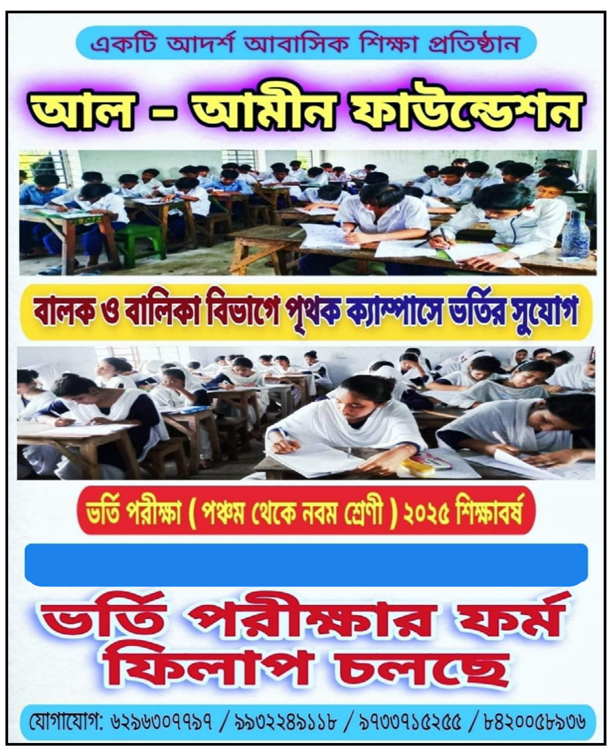

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**